রাজগুরু সুমেরু মঠ বারানসীর বিবর্তনের ইতিবৃত্ত

ডি ৩৪/১২৩, গণেশ মহল, বারানসী

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তাং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।। ১
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।। ২
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।। ৩

প্রাক্‌কথন

বারাণসী উত্তরপ্রদেশের একটি সুপ্রসিদ্ধ অর্ধচন্দ্রাকৃতি নগরী। এই নগরীকে মালব্য ব্রীজের ওপর থেকে অবোলকন করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলে উঠেছিলেন — 'যাত্রীরা সবে বলিয়া উঠিল দেখা যায় বারাণসী'। উত্তরবাহিনী গঙ্গার তীরবর্তী এই শহরের আয়তন প্রায় ৭৩ বর্গ কিমি। লোকসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ। এই শহরের অন্য নাম 'কাশী'। কাশীখণ্ডে উল্লেখ আছে যে, এই নগরী বরুণা আর অসি নদীর সঙ্গমস্থলে বলেই এর নাম কাশী। আবার ভিন্ন মতে, কাশ বলে একজন রাজা এই নগরীর পত্তন করেছিলেন বলে এই 'কাশী' নামকরণ। 'কাশ' শব্দটির অর্থ আলোকিত। সত্যিই, নানা দিক থেকে এই শহরটি আলোকিত — বিশেষত আধ্যাত্মিক দিক থেকে। ভারতের অন্যতম প্রাচীন এই শহর ছিল ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম। রামায়ণ, মহাভারত ও আরও নানা ধর্মগ্রন্থে কাশীর উল্লেখ আছে। হিন্দুদের পরম পবিত্র এই তীর্থক্ষেত্র সপ্ততীর্থ ও একান্ন পীঠের অন্যতম। এই নগরীর অন্য নাম পঞ্চক্রোশ প্রমাণ ও পঞ্চক্রোশী কাশী প্রদক্ষিণ বা পঞ্চক্রোশ পরিক্রমা অত্যন্ত পূন্য কর্ম বলে বিবেচিত হয়। মন্ত্র আর আলোকে উজ্জীবিত পৃথিবীর প্রাচীন এই শহরটি শতসহস্র মন্দিরের মালায় গাঁথা। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির এই মালাটির প্রধান ফুল। বিশ্বেশ্বর শিব নাকি এখানেই তাঁর আবাসস্থল গড়ে তোলেন।

কাশী আক্ষরিক অর্থেই মন্দির-নগরী। অজস্র মন্দির-মঠ আধ্যাত্মিক স্থানের মধ্যে থেকে আমরা আধ্যাত্মিক মহিমায় রঞ্জিত যে ক্ষেত্রটি নিয়ে লিখব, সেটি হ'ল 'রাজগুরু সুমেরু মঠ'। বারাণসীর বাঙালি-সমাজের প্রাণকেন্দ্র গণেশ মহল্লার বাঙালিটোলায় এর অবস্থান। আদি শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত বহু শতাব্দীপ্রাচীন এই মঠটিতে আজও বহমান আধ্যাত্মিক ভাবের পূত-পবিত্র প্রবাহ। ভক্তগণের আশ্রয়স্থল, প্রণতির ভূমি এই সুমেরু মঠ, আজও, আধ্যাত্ম-মহিমায় উজ্জ্বল। যাঁরা এই মঠের সঙ্গে নানা সূত্রে সম্পৃক্ত, বা যাঁরা আসেন এই মঠে, সকলেই এ-কথা বিনা প্রশ্নে মেনে নেন যে, এমনতর মহিমময় আধ্যাত্মিক আবহ বিরল। শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ধর্ম, চেতনা — এ সবের মূর্ত রূপ যেন সুমেরু মঠ। কালের প্রয়োজনে মঠের বহিরঙ্গ অনেক সংস্কার হয়েছে, কিন্তু অন্তরঙ্গে আজও সুমেরু মঠ ধারণ করে রেখেছে সনাতন ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্যকে।

অতীত থেকে আমরা যত দূরবর্তী হই, মহাকালের কষ্টিপাথরে তত বিচার হয় আমাদের মহান ধর্মগুরুদের জীবন কৃতিত্ব ও সফলতার দিকটি চয়ন করেই যেন অর্ঘ্যের মত রচিত হয় এক-একটি স্তবক। কোনো মালিন্য, কোনো কলুষের স্থান নেই সেখানে। সাধুসন্তদের জীবন বড় হতে হতে যেন পরিণত হয় একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে, চারপাশের সব বিরুদ্ধতাকে তিনি শুকনো পাতার মতো ঝরিয়ে দেন। ঠিক যেমন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁর শাণিত যুক্তি, সুতীক্ষ্ণ বিচারবোধ দিয়ে খণ্ডন করেছিলেন তৎসাময়িক সব বিরুদ্ধ মত।

ভারতে তিনি উড্ডীন করেছিলেন অদ্বৈতবাদী হিন্দুধর্মের জয়পতাকা। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত সুমেরু মঠ আজও সেই মহান আদর্শেরই তন্নিষ্ঠ অনুসারী।

পবিত্র আধ্যাত্ম ভাবের যে স্পর্শ লেগে আছে সুমেরু মঠের প্রতিটি স্থানে, তার অনুধ্যান ভক্তজনের নিয়ত কর্ম বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। ভারতের মধ্যে স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ঠ্যে উজ্জ্বল কাশীধাম আর কাশীধামের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত 'রাজগুরু সুমেরু মঠ'। এই মহিমান্বিত অধ্যাত্ম-ভূমিতে রইল আমাদের বিনম্র প্রণতি।

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসন

বা

শাখা সারদা মঠ

প্রাচীন কীর্ত্তি নির্বাপিত প্রায় ঃ

ঁকাশীধাম গোদাবরীর দক্ষিণ তীর ও ভাগীরথির পশ্চিম তীরে বটবৃক্ষ মূলে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত ভবানী ভদ্রকালী দেবী, কুটীর ও শঙ্করাচার্য্যের গদী এই স্থানে বর্তমান। কিম্বদন্তি আছে যে ১১১৪ বৎসর পূর্বে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া এইখানে কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে দেবী ভদ্রকালীকে স্থাপনা করতঃ উগ্রতপস্যায় রত থাকিয়া দেবীর প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিলেন। এবং দুর্দ্ধর্ষ অসুরবুদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধগণকে কাশী হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য করতঃ শূন্যবাদের বিরুদ্ধে নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সারনাথ ইহার চূড়ান্ত প্রমাণ।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে কাশী নরেশ ঁমহিম নারায়ণ সিংহ বাহাদুর এই মঠে মন্ত্র গ্রহণ করা হেতু তৎকালে 'রাজগুরু স্বামীর মঠ' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

ওঁ নমস্তে পরং ব্রহ্ম নমস্তে পরমাত্মনে।
নির্গুণায় নমস্তুভ্যং সদ্রূপায় নমো নমঃ
শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসনারায়নো হরিঃ।
নন্দেহো নৈব কর্ত্তব্যো যদি মুক্তিং সমিচ্ছতি।।

পরমারাধ্য পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব মহান্ত শ্রীমদ্ বিশ্বেশ্বরানন্দ তীর্থদণ্ডী রাজগুরু স্বামিজীর উপদেশানুসারে ও ধারাবাহিক নিয়ম হইতে শঙ্করাচার্য্যের প্রধান চার মঠের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইল।

প্রকাশক — শ্যামাপ্রসাদ রায় (শংকর) ও সপ্তর্ষি ঘটক। মুদ্রক — দামোদর দাস,
ভাটপাড়া (ভট্টপল্লী), উত্তর ২৪ পরগণা।

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসন

প্রাচীন কীর্ত্তি নির্ব্বাপিত প্রায়

৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্থাপিত "ভবানী ভদ্রকালী দেবীর কুটীর ও শঙ্করাচার্য্যের আসন।" কাশীধাম গোদাবরীর দক্ষিণ ও ভাগীরথির পশ্চিম তীরে গণেশ মহল্লায় অবস্থিত। বর্তমানে রাজগুরু সুমেরু মঠ নামে প্রসিদ্ধ।

শঙ্করাচার্য্যের জন্ম

একদা ভারতবর্ষ যখন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে অধিকৃত, রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই বৌদ্ধ মতানুস্যুত বিধি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। তীর্থক্ষেত্রে কতিপয় রাজধানীতে ও অধ্যাপক সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ক্ষীণ জ্যোতি ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল। সেই সময় প্রতিভার অবতার, দৈবশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা সাক্ষাৎ শঙ্কর সংসার কল্যানার্থে ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার্থে মলবর প্রদেশে ৭৮৫ খৃষ্টাব্দে নামুরি জাতীয় ব্রাহ্মণ বংশে শিবগুরুর ঔরসে ও দেবী সুভদ্রার গর্ভে শুভদিনে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। এবং সনাতন ধর্ম্ম সহিত আর্য্যজাতিকে রক্ষা করতঃ দুর্দ্ধর্ষ অসুর বুদ্ধি সম্পন্ন বৌদ্ধদর্শনকে কাশীধাম হইতে অবলুপ্ত করিয়া ছিলেন। শঙ্করের পিতা মাতা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। এই দরিদ্র দম্পতি প্রৌঢ়কাল পর্য্যন্ত সন্তানের মুখ দর্শনে বঞ্চিত ছিলেন। বহুকাল যাবৎ গ্রাম্য শিবমন্দিরে শিবের আরাধনা করেন।

একদা শিব প্রসন্ন হইয়া দেবী সুভদ্রাকে বর গ্রহণ করিতে আদেশ করেন, দেবীও পতির অনুমতি লইয়া উভয়ে প্রভুর চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া কহিলেন, হে দেব দেব শূলপানি! যদি এই অভাগাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বর দিতে আবির্ভূত হইয়াছেন, তবে এই বর দিন, যেন আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন একটি পুত্র সন্তান প্রাপ্ত হই, এই আমাদের প্রার্থনা, কারণ আমরা অপুত্রক।

শিব তাঁহাদের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করতঃ কহিলেন, দেবী সুভদ্রে! আমার ন্যায় পুত্র আমি ছাড়া আর কোথায় আছে? তবে কি তোমরা আমাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করতঃ এই মায়াময় সংসার ক্ষেত্রে মনুষ্যরূপে ভ্রমণ করাতে চাও? শঙ্করের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী সুভদ্রা লজ্জিত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। তখন দেব দেব শূলপানি তাঁহাদের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যথা সময়ে শিব জীবের মঙ্গলার্থে নিরাকার হইতে সাকারে আবির্ভূত হইয়া শিব গুরু ও দেবী সুভদ্রার বাসনা পূর্ণ করিলেন।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের জীবনী সম্বন্ধে শঙ্কর বিজয় ও শঙ্কর দিগ্বিজয় নামক দুই গ্রন্থে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায়, শঙ্কর বিজয়ে এইরূপ আছে যে, একদা মহর্ষি নারদ পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে দেখিলেন যে, সনাতন ধর্ম্মের বিপর্য্যয় অবস্থা ঘটিয়াছে। অসৎ কর্ম্মের প্রাদুর্ভুত হইয়া সংসার ছারখারে যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

কাপালিক, ভৈরব, জৈন, বৌদ্ধ, ক্ষণাপক্ প্রভৃতি বিবিধ মতের প্রভাবে সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের বিলোপ অবস্থা দেখিয়া মহর্ষি নারদ স্বীয় পিতা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া মনোগত সমস্ত কথা কহিলেন। প্রজাপতি পুত্রের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র সমভিব্যাহারে শঙ্খ- চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুর নিকট ক্ষীরোদ কূলে উপস্থিত হইলেন, ও লোক পিতামহ প্রজাপতি স্বয়ং ভগবান গরুড়ধ্বজ শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিয়া প্রণতি পুরঃসর কর্ম্ম ক্ষেত্রের সনাতন ধর্ম্মের বিপর্য্যয় অবস্থার বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। তাহাতে শ্রীভগবান্ কহিলেন, পিতামহ এ কার্য্য আমা দ্বারা সাধিত হইতে পারে না, কারণ এখন আমার অবতারের সময় নয়, অতএব তোমরা সমস্ত দেবতাগণ একত্রিত হইয়া আমার সহিত সেই উমাপতির নিকট গমন করুন, তিনি ভিন্ন এ কার্য্য আমা দ্বারা হওয়া অসম্ভব। শ্রীবিষ্ণুর এবম্বিধ বাক্যে প্রজাপতি দেবতাগণ তুষ্ট হইয়া শ্রীনারায়ণকে অগ্রে করিয়া কৈলাসে শ্রীপার্বতীনাথের দর্শনে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে গন্তব্য স্থানে সমস্ত দেবতাগণ একত্রিত হইয়া শ্রীশঙ্করের স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবতাগণ কর্ত্তৃক শঙ্করের স্তব ঃ

। দেবাউচুঃ।

শ্রীগণেশায় নমঃ

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথ নাথং সদানন্দ ভাজাম্।
ভবদ্রব্য ভূতে-শ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভো মীশান মীড়ে। ১।।
গলে রুণ্ডমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকাল কালং-গণেশাধিপালং।
জটাজুট গঙ্গো-ত্তরঙ্গৈ র্ব্বিশালন
শিবং শঙ্করং শম্ভো-মীশান মীড়ে। ২।।
মুদামাকরং মণ্ডনং-মণ্ডয়ন্তং
মহামণ্ডলং ভস্মভূষা-ধরং তম্।

অনাদীংহ্যবাপং-মহামোহ মারং
শিবং শঙ্করং শম্ভো মীশান মীড়ে। ৩।।
তটাধো নিবাসং মহাট্টাট্টহাসং
মহাপাপ নাশং সদা সুপ্রকাশং।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং
শিবং শঙ্করং শম্ভো মীশান মীড়ে। ৪।।
গিরীন্দ্রাত্মজাসং গৃহীতার্দ্ধ দেহং
গিরৌ সংস্থিতং সর্ব্বদা সন্নগেহম্।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মা দিভির্ব্বন্দ্যমানং
শিবং শঙ্করং শম্ভো মীশান মীড়ে। ৫।।
কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাম্ভোজ নম্রায় কামং দদানং।
বলীবর্দ্ধ যানং সুরানাং প্রধানং
শিবং শঙ্করং শম্ভো মীশান মীড়ে। ৬।।
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গণানন্দ পাত্রং
ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনে শস্য মিত্রম্।
অপর্না কলত্রং চরিত্রং বিচিত্রং
শিবং শঙ্করং শম্ভো মীশান মীড়ে। ৭।।
হরং সর্পহারং চিতাভূ বিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারং।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং
শিবং শঙ্করং শম্ভো মীশান মীড়ে। ৮।।
স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপাণেঃ
পঠেৎ সর্ব্বদা ভর্গ ভাবানুরক্তঃ।
সুপুত্রং ধনং ধান্য মিত্রং কলত্রং
বিচিত্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রয়াতি। ৯।।

তখন দেবতাগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া উমাপতি কহিলেন, দেবগণ! আপনারা কি নিমিত্তে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন? তখন শ্রীবিষ্ণু কহিলেন — হে দেব দেব, হে উমাপতি আপনার অজানিত কিছুই নাই, তথাপি আপনার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত কর্ম্মক্ষেত্রের আমুল বৃত্তান্ত কহিতেছি শ্রবণ করুন; হে মহেশ্বর মর্ত্ত্যধামে সনাতন

ধর্ম্মের বিপর্য্যয় অবস্থা ঘটিয়াছে আপনি শঙ্করাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইয়া কর্ম্মকাণ্ড রক্ষা করতঃ জ্ঞানকাণ্ড প্রচার করুন, এই আমাদের প্রার্থনা।

পশুপতিনাথ তথাস্তু বলিয়া দেবগণকে স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলেন। যথা সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব চিদাম্বরম্ নামক দেশে আকাশলিঙ্গ নামক শিব মূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান হইলেন। চিদাম্বরমে মহেন্দ্র পণ্ডিতের বংশে সর্ব্বজ্ঞ নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহারই পত্নী কামাক্ষী চিদাম্বরেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়া বিশিষ্টা নামে এক তনয়া লাভ করেন, বিশ্বজিৎ নামীয় এক ব্রাহ্মণের সহিত ঐ বিশিষ্টা নামীয় কন্যার বিবাহ হয়। বিশিষ্টা মনে মনে এই চিন্তা করিল যে — আমার স্বামী বিশ্বজিৎ আর আকাশ লিঙ্গ দুই এক, এই ভাবনা করিয়া এক সন্তান লাভ করেন। সেই সন্তানই সনাতন অদ্বৈত মতের এক মাত্র গুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য। (বর্ত্তমান মালবর প্রদেশ)

(বিঃ দ্রঃ - মহাত্মা শঙ্করাচার্য যে কোন সময় জন্মগ্রহণ করিয়া ছিলেন তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে ইহার কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করিলাম।

১। শঙ্করাচার্য্যের জন্মস্থান মালবর প্রদেশ। ঐ দেশীয় ব্যক্তিদিগের মত এই যে, ইনি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

২। তেলুগু ভাষাতে 'কেরল উৎপত্তি' নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণরাও যখন শিব রাওয়ের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন শঙ্করাচার্য্য মালবর প্রদেশে ছিলেন।

৩। যে সময় শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীর দেশে গমন করিয়া শাস্ত্রীয় তর্কে বিপক্ষদিগকে জয় করতঃ আপন মত প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন। সেই সময় ললিতাদিত্য তথাকার রাজা ছিলেন। রাজতরঙ্গিণীর মতে ১১৮৬ বৎসর পূর্বে ললিতাদিত্যের রাজত্ব শেষ হয়। তাহা হইলে ৭২১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। পণ্ডিত বেঙ্কটরাম (Benkotram) বলেন শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

৫। অধ্যাপক উইলসন্ (Willson) সাহেব বলেন শঙ্করাচার্য্য ৮০০ - ৯০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

৬। প্রাচীন দিগ্বিজয় নামক গ্রন্থের ১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজা কুমার পালের সভাপণ্ডিত হেমচন্দ্রের সহিত শঙ্করাচার্য্যের বিচার হয়।

৭। 'দি ইণ্ডিয়ান এন্টিকুইরি' (The Indian Entiquery) নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইনি ৮০০-৯০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।

৮। হগসন্ (Mr. Haggson) সাহেব তাঁহার 'মিস্লেনিয়াস য়্যাসেজ' (Misslenious Assaga) নামক গ্রন্থে প্রথম খণ্ডের ২২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন যে, শঙ্করাচার্য্য ৮০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে জীবিত ছিলেন। এখন পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন।

দেবগণ যথা সময়ে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, এবং ছদ্মবেশে শঙ্করকে দেখিয়া যাইলেন। মুনি ঋষি ও তৎ-পত্নীগণ দলে দলে আসিয়া পূর্ণ শশধরের ন্যায় নবপ্রসূতা বালককে ক্রোড়ে করতঃ অপার আনন্দ সহকারে দম্পৎ-দম্পতীকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করতঃ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শঙ্করও পিতা-মাতার যত্নে ও দেব ঋষিগণের আশীর্ব্বাদে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। শঙ্কর উপনয়নের পূর্ব্বেই ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করতঃ অষ্টম বর্ষে যজ্ঞোপবীত হইলে পর সমগ্র বেদ-সহিত ষড়দর্শন ও দশখানি উপনিষদ্ (যথা — ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, ঐতরীয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দগ্য, বৃহদারণ্যক্) পাঠ সমাপ্ত করেন। কথিত আছে যে, শঙ্কর গুরুমুখে যাহা শুনিতেন তাহা কখনও ভুলিতেন না, এই হেতু শ্রীগুরুদেব প্রসন্ন হইয়া শঙ্করকে কহিলেন — বৎস তুমি সর্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ কর, আর তোমার পড়িবার আবশ্যক নাই; তুমি সামান্য মনুষ্য নহ, তাহা আমি ধ্যানযোগে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবী তোমার জিহ্বায় অবস্থান করিতেছেন। এখন তুমি বেদের ভাষ্য প্রস্তুত করতঃ কলির জীবের মহোপকার সহকারে তোমার অতুল কীর্ত্তি স্থাপনা কর। যাও বৎস এখন গৃহে গমন কর, আমি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার অধ্যয়ন পূর্ণ হইয়াছে। শঙ্করও যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর যথা সাধ্য গুরুদক্ষিণা দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পূর্ব্বক শ্রীগুরুর শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। পরে সহপাঠীদিগের সহিত আপ্যায়ন করতঃ স্ব ভবনে গমন করিলেন।

শঙ্কর বাটীতে আসিলেন বটে, কিন্তু সংসারে তাঁর মোটেই আস্থা ছিল না। তিনি সর্বদাই যেন অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

একদা শঙ্কর জননীর সহিত গ্রামান্তরে যাইতে একটি ক্ষুদ্র নদীর পর পারে যাইবার সময় মায়াময় কুম্ভীর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গভীর জলে নীত হইলে পর, দেবী সুভদ্রা একমাত্র পুত্রের এবম্বিধ অবস্থা দর্শন করিয়া কপালে করাঘাত করতঃ উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া নিকটস্থ জনসমূহকে ডাকিতে লাগিলেন। লোক সমূহ আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান রহিয়া নদী গর্ভে শঙ্করের দিকে অনিমেষ নেত্রপাৎ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মাতার হৃদয় আরও চতুর্গুণ প্রভাবে মায়ায় আচ্ছন্ন হইল। পুত্র ধনে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় মোহে মোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন শঙ্কর অভীষ্ট সিদ্ধ হইবার মানসে জননীকে বিনীতভাবে কহিলেন — মাতঃ! এই সমূহ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, যদি আপনি বিবাহের পূর্বে আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে আদেশ দেন, তাহা হইলে এই সন্নিকট মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারি, নচেৎ জননী! আমার

এই পর্য্যন্ত মানব লীলা শেষ।

অগত্যা দেবী সুভদ্রা পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষা সন্ন্যাস ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পুত্রের এবম্বিধ বাক্যে স্বীকৃতা হইলেন। শঙ্করও অভীষ্ট সিদ্ধ হইল মনে করিয়া মহানন্দে জল হইতে উত্থিত হইয়া মাতৃ সমভিব্যাহারে গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। তারপর বৌদ্ধমত বিপর্য্যস্ত করিয়া ভারতে পুনরায় সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম প্রচারে বাসনা করিয়াছিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পর মাতৃ চরণে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সনাতন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য জ্ঞান রাজ্যেঁ কাশীধামে আসিয়া পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগোবিন্দা নন্দ তীর্থ স্বামীকে গুরুত্বে বরণ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি তন্ন তন্ন পাঠ করতঃ সমাপ্ত করিলেন; ও স্থানে স্থানে সভা করিয়া শূন্যবাদীদের সহিত নির্গুণ ব্রহ্মবাদের বিচার করিতে লাগিলেন। এবং ওই বিচারে শঙ্করের জয় লাভ হইতে লাগিল; ইহাতে শঙ্করের যেন কিছু তম গুণের আবির্ভাব হইল। এমন কি শক্তিকে একেবারে অবহেলা করিতে লাগিলেন; এক ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই, এই বোধে একদিন শক্তিকে অবিদ্যা বলিয়া অবমাননা করিতেও ত্রুটি করেন নাই। সে অবিদ্যা আর কেহ নয়, স্বয়ং মাতা কাশীশ্বরী ছদ্মবেশে শঙ্করের প্রতিভা দেখিবার জন্য তাঁর কুটীরে যাইয়া বহু শাস্ত্র আলাপনের পর শঙ্কর ছদ্মবেশধারিণী বৃদ্ধা অন্নপূর্ণা মাতাকে অবিদ্যা জ্ঞানে অবমানিত করিয়াছিলেন। তখন মাতা শঙ্করের ভ্রম হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ওই ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য পরদিবস শঙ্করকে ছলনা করিলেন।

কিম্বদন্তি আছে যে, পরদিবস প্রাতে শঙ্কর চৌষট্টি ঘাটে স্নান করিতে গিয়ে স্নান-আহ্নিক সমাপন করতঃ তীরে উঠিবার জন্য মাত্র চার-পাঁচ ধাপ (সোপান) উপরে উঠিয়াছেন এমন সময় অকস্মাৎ মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। পিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়া ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় মাতা বৃদ্ধা বেশে জল লইয়া তাঁহার নিকট দিয়া যাইতেছেন, তখন শঙ্কর ওই বৃদ্ধাকে দেখিয়া কহিলেন মা আমাকে একটু জল দেন নতুবা পিপাসায় আমার প্রাণ যায়। তখন বৃদ্ধা কহিলেন বাবা! আমি অতি বৃদ্ধা জরায় আমার শরীর অবসন্ন, কোন প্রকারে একটু জল লইয়া যাইতেছি, দেবী চৌষট্টি মাতাজীকে পূজা করিব বলিয়া, তুমি বাবা সমর্থ ছেলে এত অলস কেন, চার ধাপ নিচে মা জাহ্নবী বিরাজমানা রহিয়াছেন, ওখান হইতে জল লইয়া যত পার খাও, বাবা আলস্য পরিত্যাগ কর, তখন শঙ্কর বৃদ্ধার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া হতাশ্বাস ভাবে কহিলেন, মা! আমার শরীর চালনা করিবার শক্তি একেবারে নাই, জল কেমন করিয়া আনিব, এই অল্প বয়সে একেবারে শক্তিহীন হইলাম, হা ভাগ্য?

তখন বৃদ্ধা কহিলেন, কেন বাবা তুমি তো শক্তি মান না, তোমার লক্ষ্য নির্গুণ ব্রহ্মের দিকে শক্তি আবার কে? এই তোমার বোধ, এখন তো বাবা তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ বর্তমান রহিয়াছে তবে কই বাবা কর্ম্ম করিতে অক্ষম কেন?

বৃদ্ধার এবম্বিধ বাক্যে শঙ্করের চৈতন্য হইল। তখন তিনি দেখিলেন যে সম্মুখে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণামাতা আমাকে ছলনা করতঃ বৃদ্ধার বেশ ধারণ করিয়া উপদেশ দিবার জন্য কটিতে জলপূর্ণ ভাণ্ড স্থাপনা পূর্বক দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন। তখন শঙ্কর মাতাকে কোটী কোটী প্রণতি পুরঃসর স্তব করিতে লাগিলেন। যথা —

শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য কৃত দেবীর স্তব

ওঁ নমো গণেশায়।
নতাতো না মাতা ন বন্ধুর্নদাতা,
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তি র্মমৈব,
গতিস্তং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।। ১।।
ভবাব্ধাবপারে মহা দুঃখ ভীরুঃ,
পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
সংসার পাশ প্রবদ্ধঃ সদাহং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।। ২।।
নজানামি দানং নচ ধ্যান যোগং,
নজানামি তন্ত্রং নচ স্তোত্র মন্ত্রম্।
নজানামি পূজাং নচ ন্যাস যোগং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।। ৩।।
নজানামি পুণ্যং নজানামি তীর্থং,
নজানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
নজানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাত,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।। ৪।।
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ,
কুলাচার হীনঃ কদাচার লীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্য প্রবদ্ধঃ সদাহং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।। ৫।।
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,

দীনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
নজানামি চান্যৎ সদাহং শরন্যে,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।। ৬।।
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,
জলে চ নিলে পর্ব্বতে শত্রু মধ্যে।
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।। ৭।।
অনাথো দরিদ্রো জ্বরা রোগ যুক্তো,
মহাক্ষীণ দীনঃ সদা জাড্য বক্তঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রনষ্টঃ সদাহং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।। ৮।।
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কৃতং ভবান্যষ্টকং সমাপ্তং।

শঙ্কর কর্ত্তৃক এবম্বিধ স্তবে মহামায়া সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, বৎস বর গ্রহণ কর, তখন শঙ্কর পূর্ব্বদিনের অপরাধ ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। এবং জ্ঞানোপদেশ প্রার্থনা করিলেন। মাতাও শঙ্করের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যথাপূর্ব্বক জ্ঞানোপদেশ করতঃ কহিলেন কর্ম্মকাণ্ড রক্ষা করিয়া জ্ঞানকাণ্ড প্রচার কর, এই বলিয়া বৃদ্ধাবেশ ধারিণী মাতা বিশ্বজননী অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে শঙ্কর ও বিশ্বশক্তির সহায়ে মহাশক্তিবান হইয়া গোদাবরীর দক্ষিণে উত্তরবাহিনী ভাগীরথির তীরে বটবৃক্ষ মুলে কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীভবানী দেবী ভদ্রকালী মূর্ত্তি স্থাপনা পূর্ব্বক তাঁর পূজা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে পর মার প্রসন্নতা লাভ করিলেন, তখন শঙ্করের স্বরূপ দর্শন হইল। এবং তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। তখন তিনি কোটী গুণ বলশালী হইয়া বৌদ্ধ দলনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং শঙ্করের সিদ্ধতা দিগ্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত করিলে পর তখন চতুর্দ্দিক হইতে বহুজনগণ আসিয়া মহাপুরুষ শঙ্করকে গুরুত্বে বরণ করিল। শঙ্করও সুবিধা বুঝিয়া দশনাম দিয়া চারিটি আখেড়া বা সৈন্যনিবাস কাশীধামে হনুমান ঘাটে ও শিবালয় ঘাটে স্থাপনা করিলেন। এবং আপনা হইতে প্রভূত সাধু সৈন্য সংগ্রহ হইলে পর এক এক আখেড়ার নাম দিলেন যথা — জুনা, অটল নির্ব্বাণী ও নিরঞ্জনী এই নামে শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত বহু নাগা সৈন্য অদ্যাপি উক্ত স্থান অধিকার করতঃ বিরাজমান রহিয়াছে। এবং অদ্যাপি বহু নিঃস্বার্থ ধার্ম্মিক নাগাজীরা শঙ্করের পাদুকা পূজা করতঃ পরমানন্দে বসবাস পূর্ব্বক প্রারব্ধ ভোগ করিতেছেন।

শঙ্কর দেখিলেন যে, এখন প্রভূত শক্তি আসিয়া আমার দল পুষ্টি করিয়াছে। এখন

আমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রস্তুত হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। পরদিবস শঙ্কর বহু সাধু সৈন্য সমভিব্যাহারে বৌদ্ধ দলনে গমন করিলেন। এবং শঙ্কর নির্গুণ ব্রহ্মবাদে রত থাকিয়া শূন্যবাদীগণকে পরাস্ত করতঃ সনাতন ধর্ম্ম স্থাপনা পূর্ব্বক বৌদ্ধগণকে কাশী হইতে বিতাড়িত করিলেন। এবং উহাদের মঠ মন্দির কীর্ত্তি ধ্বংশ করিয়া দিলেন। অদ্যাপি সারনাথে বৌদ্ধ কীর্ত্তির চূড়ান্ত প্রমাণ দিতেছে। সারনাথে কয়টি পর্ব্বতের ন্যায় টিলা বর্তমান ছিল দেখিয়া কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক কর্ত্তৃক ঐ টিলা খনন করিতে আরম্ভ করিলে পর বহু বৌদ্ধ মূর্ত্তি, বাড়ী, ঘর, চৌবাচ্ছা, ইঁদারা ও নানা দেবদেবী মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে। পাঠকগণ আমার কথায় যদি অবিশ্বাস হয় তবে স্বয়ং যাইয়া স্বচক্ষে দর্শন করতঃ মনের সন্দিহান দূর করিতে পারেন। ঁকাশী হইতে বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিলে পর শঙ্কর দেখিলেন যে তাঁর প্রভূত সাধুসৈন্য একত্রিত হইয়াছে, তখন তিনি চারিটি প্রদেশে চারিটি মুখ্য মঠ স্থাপিত করিলেন। এবং উহাদের শিক্ষার নিমিত্তে আপনার শিক্ষিত প্রধান চারিজন শিষ্যকে ঐ মঠে আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করিয়া সাধুগণের শিক্ষার ভার ঐ আচার্য্যগণের উপর অর্পন করিলেন। সেই হইতে ঐ চারি মঠ অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য কতৃ চারি মঠ যথা —

গোবর্দ্ধনং শৃঙ্গারিচ,
সারদা যোষী নামচ।

গোবর্দ্ধন মঠ, শৃঙ্গারী মঠ, সারদা মঠ ও যোষী মঠ — এই চারি মঠ চারি প্রদেশে প্রধান প্রধান স্থানে স্থাপনা করিলেন। ঁপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, সুদুর দক্ষিণ সমুদ্রে ঁরামেশ্বর ক্ষেত্রে শৃঙ্গারী মঠ, পশ্চিম সমুদ্রে ঁদ্বারকা ক্ষেত্রে সারদা মঠ ও হিমালয়ের মধ্য শিখরে ঁকেদার-বদরী নারায়ণ অবস্থিত ইহাকে স্বর্গদ্বার কহে, এখান হইতেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ মহাপ্রস্থান করিয়া ছিলেন, ঐখানে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক যোষী মঠ স্থাপিত হইল। এবং ধারাবাহিক একটি নিয়ম করিলেন। যথা —

শঙ্করাচার্য্য শিষ্যাস্ত্ব চত্বারো লোক বিশ্রুতঃ।
পদ্মপাদঃ সুরেশশ্চ হস্তামলক ত্রোটকৌ।।

শঙ্করাচার্য্যের এই চারিজন প্রধান শিষ্য, ইহারা ব্রহ্মবিদ্, শিক্ষিত, বিনয়ী, শীত - উষ্ণ, সুখ-দুঃখ সহ্যকারী যোগী, সর্ব্ববিষয়ে আচার্য্যের উপযুক্ত। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক ও ত্রোটক, ইহারা চারি মঠের আচার্য্য বলিয়া প্রবাদ। এবং ইহারা দশনামা সাধুর আচার্য্যগুরু। ঐ দশনাম যাহা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। যথা

তীর্থাশ্রম বনারণ্যা গিরি পর্ব্বত সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতীচ পুরীনামা নিবেদশ।।

তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী, ভারতী ও পুরী এই দশনাম। ইহার মধ্যে যে নামের যে আচার্য্য তাহাও নিরুপিত আছে। যথা —

তীর্থাশ্রমৌ পদ্মপাদ শিষ্যাঙ্গৌচ সরস্বতী।
পুরীচ ভারতীচৈব সুরেশ্বস্বা ন্নয়ায়িনঃ।।
হস্তামলক শিষ্যাদৌ বনারণ্যা বিতিশ্রুতৌ।
ত্রোটকাচার্য্য শিষ্যাস্তু গিরি পর্ব্বত সাগরাঃ।।

তীর্থ ও আশ্রম, নামীয় সন্ন্যাসীগণের আচার্য্য হইলেন পদ্মপাদ। সরস্বতী, পুরী ও ভারতী নামীয় সাধুগণের আচার্য্য হইলেন সুরেশ্বর। বন ও অরণ্য, নামীয় যতিগণের আচার্য্য হইলেন হস্তামলক। গিরি, পর্ব্বত ও সাগর, নামীয় সন্ন্যাসীগণের আচার্য্য হইলেন ত্রোটক্। এবং নিম্নে ধারাবাহিক নিয়ম সহিত মঠ মড়ী প্রদত্ত হইল। ও যে স্থানে যে মঠে যিনি আচার্য্য হইলেন তাহাও মঠ মড়ীতে প্রকাশ আছে, নিম্নে তাহা সংযোজিত হইল। যথা —

পুর্ব্বাম্নায়ে।

পূর্ব্বাম্নায়ে — গোবর্দ্ধন মঠ, পুরুষোত্তমক্ষেত্রে। আচার্য — হস্তামলক। আশ্রম পদবী — বন ও অরণ্য। তীর্থ — মহোদধী। দেবী — বিমলা। দেবতা — জগন্নাথ। সম্প্রদায় — ভোগবার। ব্রহ্মচারী — প্রকাশক। পাঠ — ঋগ্বেদ। মহাবাক্য — প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।। ১।।

দক্ষিণাম্নায়ে।

দক্ষিণম্নায়ে — রামেশ্বর ক্ষেত্র, শৃঙ্গারী মঠ। আচার্য্য — সুরেশ্বর। আশ্রম পদবী — পুরী, ভারতী ও সরস্বতী। তীর্থ — তুঙ্গভদ্র। দেবী — কামাখ্যা। দেবতা — আদিবরাহ। সম্প্রদায় — ভুবি বরাহ। ব্রহ্মচারী — চেতন। পাঠ — যজুর্ব্বেদ। মহাবাক্য — অহংব্রহ্মাস্মি। ভুঃ, ভুর্বঃ, গোত্রচ্ছন্দ ঋষি।। ২।।

পশ্চিমম্নায়ে।

পশ্চিমম্নায়ে — দ্বারিকাক্ষেত্র, সারদা মঠ। আচার্য্য — পদ্মপাদ্। আশ্রম পদবী — তীর্থ ও আশ্রম। তীর্থ — গোমতী। দেবী — ভদ্রকালী। দেবতা — সিদ্ধেশ্বর। সম্প্রদায় — কীটবার। ব্রহ্মচারী — স্বরূপ। পাঠ — সামবেদ। মহাবাক্য — তত্ত্বমসি। গোত্র — উটিৎ। ব্রহ্মা বিষ্ণু পাদাচারি।। ৩ ।।

উত্তরাম্নায়ে।

উত্তরাম্নায়ে — বদ্রীকাক্ষেত্র, যোষী মঠ। আচার্য্য — ত্রোটক। আশ্রম পদবী — গিরি, পর্ব্বত, সাগর। তীর্থ — অলকানন্দা। দেবী — পূণ্যগিরি। দেবতা — নারায়ণ। সম্প্রদায় — আনন্দবার। ব্রহ্মচারী — আনন্দ। পাঠ — অথর্ব্ববেদ। মহাবাক্য — অয়মাত্মা।। ৪।।

ঘোর কলিযুগে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম না থাকা হেতু শঙ্কর উপরোক্ত চারি মঠের আচার্য্যগণের দেব, দেবীর ও অতিথি অভ্যাগতের সেবার জন্য, গোবর্দ্ধন মঠে প্রকাশক ব্রহ্মচারী; শৃঙ্গারী মঠে চৈতন্য ব্রহ্মচারী; সারদা মঠে স্বরূপ ব্রহ্মচারী ও যোষীমঠে আনন্দ ব্রহ্মচারী উপাধি দিয়া সেবার জন্য মঠস্থ ব্রহ্মচারী রূপে ব্রাহ্মণ বালকগণকে নিযুক্ত করিলেন। অদ্যাপি ঐ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এইরূপে চারি মঠ চারি আখাড়া ও দশনাম স্থাপনা পূর্ব্বক প্রধান শিষ্য চতুষ্টয়ের উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিয়া স্থানে স্থানে শাখা মঠ স্থাপিত করিতে আদেশ করিলেন। এবং কাশীধামে শাখা সারদা মঠ স্থাপনা করিয়া পদ্মপাদের উপর দেবী ভদ্রকালীর সেবার ভার দিয়া শ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্য আনন্দগিরিকে সঙ্গে লইয়া বৌদ্ধদলনের জন্য উত্তরাখণ্ডের দিকে বহির্গত হইলেন।

এবং স্বীয় চরণ পাদুকা এই স্থানে রক্ষা করতঃ পদ্মপাদের উপর ভার দিয়া হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অদ্যাপি শঙ্কর পাদুকা ত্বদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক নিত্য অর্চ্চনা ও আষাঢ়ীয় গুরুপূর্ণিমার দিন ষোড়শোপচারে পূজা হইয়া থাকে। এবং ঐ দিন সাধুমণ্ডলীর ভাণ্ডারা হইয়া থাকে। শ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্য দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, গুজ্জর, দ্বারকা, বিদর্ভ, পুষ্কর, কাঞ্চী, মালব, উজ্জয়িনী, মথুরা, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, হরিদ্বার ও কাশী প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থানে গমন করিয়া বৌদ্ধদিগের প্রতি শূন্যবাদের বিরুদ্ধে বিচার করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে পদ্মপাদাচার্য্য একজন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস দিয়া মহাদেবানন্দ তীর্থ স্বামী নাম রক্ষা করতঃ অত্র শাখা সারদা মঠ ও দেবী ভদ্রকালীর সেবার ভার দিয়া পদ্মপাদ দাক্ষিনাত্যে রামেশ্বরাভিমুখে তীর্থযাত্রা মানসে বহির্গত হইলেন। সেই হইতে গোদাবরীর দক্ষিণ ধারে ও উত্তরবাহিনী গঙ্গার পশ্চিম পারে ও তীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে এই শাখা সারদা মঠ ও শঙ্করাশ্রম নামে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু কালের দুরাধর্ষ কুটীল গতিতে শঙ্করাশ্রম লুপ্তপ্রায় হয়, এমন সময় একজন বাঙ্গালি ব্রহ্মচারী আসিয়া এই প্রাচীন মঠে দণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে যে সেই হইতেই বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর গদি শুরু হয়।

ইতঃ পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র ও হিন্দুস্থানী মহাপুরুষ কর্ত্তৃক এই গদী চালিত হইতেছিল।

এবং বহুকাল পরে শঙ্কর গদী যখন অস্তমিত হইবার উপক্রম হয়, সেই সময়ে বঙ্গদেশীয় সর্ব্ববিদ্যার বংশ সম্ভুত একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আসিয়া এই প্রাচীন মঠের চেলা হইয়া ষষ্ঠ মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামী নামে খ্যাতিলাভ করেন। এই মহাপুরুষ হইতে বাঙ্গালী মহান্তর প্রাচীন কীর্ত্তি কাশীধামে গণেশ মহল্লায় অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। ঐ মহাপুরুষের শরীর অবসন্ন হইবার পূর্ব্বে স্বয়ং প্রকাশানন্দ তীর্থস্বামীকে চেলা করিয়া ও মঠের সমস্ত ভারাদি অর্পণ করিয়া ভাদ্র শুক্ল পঞ্চমী বা ঋষি পঞ্চমী দিবসে এই মায়াময় অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মবিদ্ পরম ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইলেন। *

এই মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামী কর্ত্তৃক বাঙ্গালী মহন্ত শুরু হইল। বাঙ্গালী মহান্তর গদী আর কোথাও দেখা যায় না। উক্ত মহাত্মার সমাধির পর তাঁর চেলা অলৌকিক কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

কিম্বদন্তি আছে যে, স্বয়ং প্রকাশানন্দ তীর্থস্বামী এই বটবৃক্ষমূলে দেবীর সম্মুখে বসিয়া মহা উগ্র তপস্যা করতঃ দেবী ভদ্রকালীকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁর প্রসন্নতা লাভ করতঃ অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন করিয়া ছিলেন। একদা ১৭৭৪-৭৫ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস যখন এই ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থান শাসন করিতে থাকেন, তাহার কিছুদিন পর কাশী নরেশ মহারাজা চৈৎসিংহের সহিত তাঁর বিষম সংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং নরশোণিতে রণস্থল প্লাবিত হইলে পর রাজা কতিপয় বিশ্বাসী ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকা বশতঃ এক যুদ্ধে চৈৎসিংহের পরাজয় হয়, তখন তিনি শঙ্করের সেনাবাস যাহা শিবালয় ঘাটে অবস্থিত, তথায় সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছিলেন। শুনিলেন যে আমারই লোকের ধৃষ্টতা বৃদ্ধির জন্য রণে পরাজয় হইয়াছে, ও আমাকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রভূত বৃটিশ সৈন্য এইদিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে বাটী ঘেরাও হইল, তখন তিনি অন্য উপায় না দেখিয়া সেই শিবালয় ঘাটের দ্বিতলস্থিত গবাক্ষ দ্বার দিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বত্রিশ (৩২) দাঁড়ী ভাউলের উপর পতিত হইয়া পলায়ন করেন। তখন ভাদ্র মাসের গঙ্গা, পূর্ণবারিতে দু'কূল কাঁপাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। সেই সময় ভাউলে ছাড়া হইল দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। বহু চেষ্টা করিয়াও বৃটিশ সৈন্য তাঁহাকে ধরিতে পারিল না, তাহারা হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া আসিল। এবং এই সংবাদ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট পৌঁছাইলে পর, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া হুকুম দিলেন যে রামনগরের সম্ভ্রান্ত ধনী জমিদার ও মহারাজের আত্মীয়-স্বজন যাহাকে পাইবে ধরিয়া লইয়া আসিবে।

* মহাদেবানন্দ তীর্থস্বামীর আরাধনা ভাদ্র শুক্ল পঞ্চমী দিবসে ভবতি। (অর্থাৎ ঋষি পঞ্চমী)

যেমন হুকুম পাওয়া তৎক্ষণাৎ কার্য্য আরম্ভ হওয়া। একদিন বেলা ৯টা-১০টার সময় রামনগর হইতে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে সাহেবের লোকজনেরা এই গণেশ মহল্লার রাস্তা দিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। *বহুলোকের জনরব শুনিয়া সাধু কুটীর হইতে বাহির হইলেন। এবং দেখিলে যে একজনকে সাহেবের লোকেরা ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, সাধু ঐ লোকটির দুর্দ্দশা দেখিয়া অতিশয় মর্মাহত হইলেন। এবং আমূল বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন ঐ সম্ভ্রান্ত লোক কহিল, বাবা, আমার নাম মহিম নারায়ণ সিংহ। আমি মহারাজের ভ্রাতষ্পুত্র, অকারণ আমাকে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট ধরিয়া লইয়া যাইতেছে। এই কথা শুনিয়া সাধুর দয়া হইল; তিনি অভয় দিয়া কহিলেন, বাবা তোমার কোন ভয় নাই। যদি দেবী ভদ্রকালী সত্য হয় এবং গুরুপদে আমার মতি থাকে, তবে অবশ্য তোমার প্রাণরক্ষা হইবে, তা ছাড়া তুমিই রাজা হইবে। এই লও এই কথা বলিয়া সাধু কুটীর হইতে সেই ত্রিলোক পরিচিত শঙ্করের বহু আদরের ধন কিঞ্চিৎ বিভূতি লইয়া উক্ত ব্যক্তির কপালে টিপ দিয়া দিলেন, এবং কহিলেন, যাও বৎস! এই অবস্থায় তুমি সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হও; তোমার কোন ভয় নাই, দেবী ভদ্রকালী তোমাকে অলক্ষিত ভাবে রক্ষা করিবেন। যেন ঐ বিভূতি কোনপ্রকারে কপালচ্যুতি না হয়।

তখন যুবক সাধুর এবম্বিধ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পুরঃসর প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। (নচ দৈবাৎ পরং বলম্) আহা দৈবের কি আশ্চর্য শক্তি। সাহেব যুবককে দেখিবা মাত্র দণ্ড দেওয়া দূরে থাক, অতিবিনীত ভাবে কহিলেন, রাজকুমার তোম চেৎ সিংকো গদী চালানে সেকোগে। রাজা উত্তর করিলেন, সেকেগা। তখন লর্ড উক্ত রাজকুমারের উপর মহারাজ চৈৎ সিং কর্তৃক রক্ষিত সমস্ত রাজ্য ভার ঐ যুবকের হস্তে অর্পণ করিলেন, যুবকও পরম প্রীতি পূর্ব্বক রাজ্য ভার গ্রহণ করতঃ অতি সমাদরের সহিত স্বভবনে আগমন করিলেন। পর দিবস লর্ড হেস্টিংস আসিয়া উক্ত রাজকুমারকে চৈৎসিংহের গদীতে বসাইয়া দিলেন, তাহার পর অতি সমারোহের সহিত রাজ্যাভিষেক সমাপন করতঃ সাহেব কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে নব নির্বাচিত মহারাজ রাজ্যের সুব্যবস্থা করতঃ সাধু দর্শন মানসে সপরিবারে *কাশীধামে গণেশ মহল্লার বট বৃক্ষমূলে ভদ্রকালীর কুটীরস্থিত সেই পূর্ব্ব পরিচিত প্রাণ রক্ষাকারী সিদ্ধ পুরুষ মহাত্মা সাধুর নিকট আসিয়া

* (ইহার কারণ এই যে তখন কাশী বিজন বিপিনে পরিপূর্ণ ছিল, গোদাবরীর উত্তর ধারে কেবল সামান্য মাত্র সহর ছিল, দক্ষিণ ধারে ভয়ানক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, মধ্যে মধ্যে মুনি, ঋষিগণের কুটীর শোভা পাইত ও দস্যুগণের আড্ডা ছিল। তখন কেবল একমাত্র জঙ্গলের ভেতর দিয়া গঙ্গার তীরবর্ত্তী এই গণেশ মহল্লার রাস্তাই ছিল প্রশস্ত।)

উপস্থিত হইলেন। সপরিবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পূর্ব্বক অতি বিনীত ভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজার মুখে এবম্বিধ বাক্য শুনিয়া সাধু যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং প্রভূতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ অবসর বুঝিয়া অতি কাতর স্বরে কহিলেন, বাবা, স্ব-স্ত্রীক আমাদের দীক্ষা দিয়া এই পশুভাব হইতে উদ্ধার করুন। প্রথমে সাধু অস্বীকার করিলেন। তখন রাজা সাধুর চরণে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, মহারাজের এইরূপ ভক্তিভাব দেখিয়া সাধুর দয়াদ্র হৃদয় দ্রবীভূত হইল, এবং মহারাজের ইত্যাকার ভক্তিভাব দেখিয়া অগত্যা মন্ত্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কহিলেন, বাবা, যখন তুমি নিতান্ত মন্ত্রগ্রহণে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছ এবং তোমাকে একজন ভক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তখন অবশ্য তোমার ন্যায় ভাগ্যবানকে এই অমৃতময় মন্ত্র দান করিব, যদি তোমার মাধ্যমে জগতের কোন উপকার সাধিত হয়। মহারাজ সাধু মহাত্মার এবম্বিধ আশ্বাসিত বাক্য শুনিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া, ঐ মহাপুরুষের চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তখন শুভদিন দেখিয়া রাজা ও রাণীর কর্ণ কুহরে অমৃতময় মন্ত্ররূপ বীজ প্রদান করতঃ উভয়কে শিষ্যত্বে বরণ করিলেন। রাজা ও রানী যথাযথ গুরুদক্ষিণা দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিলেন।

সেই হইতে ইহার নাম রাজগুরু স্বামীর মঠ নামে খ্যাত। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে পর কাশী নরেশ কর্ত্তৃক এই মঠ বাড়ীর কুঠীর ভাঙ্গিয়া পাকা করিয়া প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে পর, স্বয়ং প্রকাশানন্দ তীর্থ স্বামীর দেহ অবসান হইবার উপক্রম দেখিয়া, কাশী নরেশকে আহ্বান করতঃ একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে সন্ন্যাস দিয়া তাঁহার পুরুষোত্তমা নন্দ তীর্থ স্বামী নাম রাখিয়া ও প্রধান চেলা করিয়া এবং পরবর্ত্তী মহান্তগণকে ধারাবাহিক নিয়মানুসারে গদীতে বসাইবার ভার কাশীনরেশের উপর অর্পণ করতঃ পৌষ মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে এই অনিত্য ধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য ধামে গমন করিলেন। তখন মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হইল মহারাজ আসিয়া গুরুমহারাজের সমাধি স্থান ঐ বটবৃক্ষ মূলে নির্ণয় করিয়া দিলেন, ও তাঁহার শিষ্য সেবকের দ্বারা যথা সময়ে তাঁহার সমাধি দেওয়া হইল সমাধির ত্রয়োদশ দিনে স্বামীজীর ভাণ্ডারা হইল। *

ঐ দিনে কাশী-নরেশ স্বয়ং আসিয়া গুরু-পুত্রকে দোশালা ও গরদের জোড় মালা প্রভৃতির দ্বারা ভূষিত করতঃ গুরু মহারাজের গদীতে মহান্ত পদাভিষিক্ত পূর্ব্বক মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। সেই হইতে এই নিয়ম অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

---

* স্বয়ং প্রকাশানন্দ তীর্থ স্বামীর আরাধনা পৌষস্য শুক্ল নবম্যান্তিথৌ ভবতি। অদ্যাপি ঐ দিনে তাঁর আরাধনা ও ভাণ্ডারা হইয়া থাকে।

কিছুদিন পরে মঠ, বাড়ী মহারাজের অর্থে ও তাঁহারই লোকের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইল। তখন মহারাজ উত্তম দিন দেখিয়া গুরুদেবের নামে তাঁর সমাধির উপর স্বয়ং প্রকাশা নন্দেশ্বর শিব স্থাপনা করতঃ গুরু পুত্রকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া দেবত্র সম্পত্তির ভার অর্পণ করিলেন।

তৎপরে তদীয় শিষ্য পুরুষোত্তমানন্দ তীর্থ-স্বামী বহুকাল যাবৎ ঐ গদীতে বসিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর কৃত একখণ্ড শীলাতে সদর দরজার উপর নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

শ্রীগুরুঃ শাকে ষষ্ঠমহী মহীধর মহী মানো নবম্যা স্তিথৌ, মাঘস্য, ত্রিতয়ে দিনে বিধুসুতে পাষাণ কাষ্ঠাদিভিঃ।

তীর্থঃ শ্রীপুরুষোত্তমো যতিবরঃ

শ্রীশঙ্করী যে পুরে;

শ্রীনাথাঙ্ঘ্রি যুগরিবিন্দ কৃপয়া চিত্রং মঠং নির্ম্মমে।।

১৬১৭ শকাব্দে মাঘ মাসের ৩রা তারিখে নবমী তিথিতে বুধবার যতি শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম তীর্থস্বামী বিশ্বনাথ রাজনগরীতে পাষাণ ও কাষ্ঠাদি দ্বারা শ্রীগুরুর চরণবিন্দ কৃপাতে এই বিচিত্র মঠ নির্ম্মাণ করিলাম। কথিত আছে যে উক্ত স্বামী কর্ত্তৃক এই মঠে বহু শিষ্য হইয়াছিল।

একদা পুরুষোত্তমা নন্দতীর্থ দণ্ডীস্বামী তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে কাশীধাম পরিত্যাগ করতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন মানসে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিকটবর্তী তীর্থ দর্শন করিয়া তারাপীঠে বীরভূম জেলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ দিন ঐ স্থানে আসন করতঃ অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাতে মৌরেশ্বর গ্রামে গমন করিয়া তথায় আসন স্থাপনা করিলেন। তৎপর দিন প্রাতঃকালে শৌচাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে গমন করিলেন। ও শৌচাদি ক্রিয়া সমাপন করতঃ আসনে ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে পতিত হইল, এবং যাহা দেখিলেন; তাহা অতীব আশ্চর্যজনক। দেখিলেন যে, একটি রাখাল বালক ঐ বনের মধ্যে একটি বৃক্ষতলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত আছে; ও একটি কৃষ্ণকায় বৃহৎ কালসর্প ঐ বালকের মস্তকে ফণা ধরিয়া প্রভাতের সূর্যকিরণ রোধ করতঃ বালকের মুখমণ্ডল রবির রশ্মিজাল হইতে রক্ষা করিতেছেন। এই অত্যাশ্চর্য্যজনক ব্যাপার স্বচক্ষে সন্দর্শন করতঃ গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নিগূঢ়-তত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ঐ সর্পরাজও অন্য মানুষের সাড়া পাইয়া হঠাৎ অন্তর্হিত হইল। ওদিকে ক্ষণকাল পরে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন স্বামীজী ঐ বালককে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাহাকে বসিতে কহিলেন। বালক উত্তর করিল, জাঁহাপনা, আমার বসিবার স্থান নাই, আমি কোথায় বসিব। তখন নবাব কহিলেন, আমি তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার ইচ্ছামত পারিতোষিক প্রার্থনা কর, আমি দিতে প্রস্তুত আছি। তখন ঐ বালক বসন্ত কহিল, জাঁহাপনা যদি আমার উপর আপনার কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে, তবে এই দিন, সূর্য্য উদয় হইতে সূর্য্য অস্ত পর্য্যন্ত যে সময় হয়, ঐ সময়ের মধ্যে আমি একটি ঘোড়ায় করিয়া আমার বাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া যতদূর পারি চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিব। তাহার মধ্যে যত জমি পড়িবে, তৎ সমস্ত আমার নিষ্কর দিলেই যথেষ্ট হইবে; এই আমার প্রার্থনা। তখন নবাব তথাস্তু বলিয়া একটি উৎকৃষ্ট ঘোড়ায় আরোহণ করাইয়া সঙ্গে যথেষ্ট লোক দিলেন। বসন্তও হয়মারুহ্য হইয়া তাহাকে কশাঘাত করতঃ ইচ্ছামত চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; এবং সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আপন বাটীর নিকট ও পূর্ব্বের চিহ্নিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও পর দিবস প্রভাতে উক্ত নবাবের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহার সঙ্গের লোকের মুখে তিনি যতদূর গমন করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলেন। (চতুর্দ্দিকে প্রায় চল্লিশ ক্রোশ রাস্তা গমন করিয়াছিলেন।) নবাব উজিরকে ডাকিয়া ঐ বালককে ঐ সমস্ত জমি নিষ্কর দানপত্র করিয়া দিলেন। ঐ দানপত্রে নিজের দক্ষিণ হস্তের ছাপ দিয়া দিলেন। তখনকার সময় পাঞ্জার ছাপ প্রচলন ছিল। এখনও ঐ কাগজ বর্তমান রাজা বা জমিদার, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি রায়ের বাটিতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্ব্বে নবাব ঐ সম্পত্তি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপি উহার নাম রহিয়াছে নন্‌কর। (বর্তমান জেলা বীরভূম, ই. আই. আর. লুপ লাইন, ভায়া রামপুরহাট রেলস্টেশন হইতে মলুটী গ্রাম। ঐ গ্রামের রায় বংশীয় ব্রাহ্মণগণ সেই বসন্ত রায়ের বংশ সম্ভূত। উহারাই ইদানীং নন্‌করের রাজা বা জমিদার)। তৎপরে নবাব বসন্ত রায়কে যথেষ্ট সম্মানিত করিয়া স্ব-ভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। বসন্তও বাটী যাইবার জন্য নবাবকে আশীর্ব্বাদ করতঃ বাহিরে আসিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি সখি বা ঐ বেগমের দাসীগণ, বহু প্রকারের জহরৎ ও পঞ্চ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা ঐ বসন্তকে উপহার দিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সমস্ত দ্রব্য বেগম সাহেবা আপনার উপর সন্তুষ্ট হইয়া উপহার দিয়াছেন, আপনি এই সমস্ত দ্রব্য যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন, এই বলিয়া ঐ দাসীগণ বেগম দত্ত সমস্ত ধন-রত্ন ঐ বসন্তকে প্রদান করিয়া, স্ব স্ব স্থানে গমন করিল।

বসন্ত ঐ সমস্ত ধন-রত্ন ও পঞ্জাঙ্কিত দলিলখানি সঙ্গে লইয়া স্ব-ভবনে আগমন করতঃ শ্রীমদ্ রাজগুরু দণ্ডী পুরুষোত্তমা নন্দতীর্থ স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া, ঐ সমস্ত ধন-রত্ন সহিত নবাবের ছাড়পত্র ঐ মহাপুরুষের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করতঃ

করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সন্ন্যাসী ঐ সমস্ত ধন-রত্ন ও দলিলখানি ত্বদীয় শিষ্য বসন্তকে ফেরৎ দিয়া কহিলেন, বাবা! অদ্য সপ্তম দিবস, আজ আমি তোমাকে রাজ্যাভিষেক করিয়া কল্য প্রভাতে তীর্থ পর্যটনে গমন করিব। তোমার মাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া লইয়া আইস। সাধুর কথামত সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিলেন, এবং যথাসময়ে মহা সমারোহের সহিত তাহার রাজ্যাভিষেক করিয়া পরদিন সন্ন্যাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করতঃ আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। এদিকে বসন্ত শ্রীগুরুর উপদেশ মত আপন রাজ্য রক্ষার উপায় করিয়া চতুর্দ্দিকে পরিখা নির্ম্মাণ করতঃ স্থানে স্থানে দুর্গদ্বারা সুদৃঢ় ভাবে রক্ষিত করিয়া বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের উপর রাজবাড়ী প্রস্তুত করিলেন। (তদানিং মৌরেশ্বর ছিল) সেই হইতে ঐ বসন্ত রায়ের নাম হইল, বাজ বসন্ত। কারণ বেগমের বাজপক্ষী ধরিয়া রাজা হইয়াছিলেন বলিয়া বাজবসন্ত নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন ইদানীং ঐ সাবেক নাম প্রচলিত আছে। বাজ বসন্ত হইতে উহার বংশপরম্পরায় এই শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসন নামীয় মঠের শিষ্য হইয়া চলিয়া আসিতেছেন। কালের কুটিল গতিতে সবই শ্রীহীন হইয়া যায়, আজ ঐ বসন্তের বংশাবলী ক্রমে এত নিস্ব হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহা আর কি লিখিব, চাক্ষুষ দেখিলে অনুমান করিতে পারেন। আর সে রাজাও নাই, সে রাজধানীও নাই, রাজা বাজ বসন্তের পর তিন পুরুষ গত হইলে, যবনদের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হইয়া কৃষ্ণপুর বা কাটীগ্রামে রাজধানী স্থাপনা করতঃ বাস করিতে লাগিলেন, সেখানেও তুমুল সংগ্রাম, ঐ যবনদের সহিত হইল, তাহাতে যবনদের বিশ্বাসঘাতকতা হেতু রণে পরাজিত হইয়া ডামরা গ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক পুরুষ নিরাপদে বাস করিবার পর, আবার ঐ সমর বাঁধিয়া উহাদিগকে এই স্থান হইতে ভাটীনে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। ঐ ভাটীনে এক বৎসর কাল বাস করিয়া পরে রাজারাম স্বাহা রায়, সেনচাঁদা নামীয় জঙ্গলে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করতঃ গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। তখন ঐ রাম স্বাহা নাবালক ছিলেন। ক্রমে রাম স্বাহা সাবালকে পরিণত হইলে পর, নিকটবর্ত্তী মলুটী গ্রামে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেই হইতে ঐ মলুটীতে বংশাবলী বসবাস করিতেছেন। মধ্যে সাঁওতাল হাঙ্গামায় যাহা কিছু ছিল সমস্তই গিয়াছে, এখন ঐ বংশের, এবং গ্রামবাসিদের বিশেষ দুরবস্থা, এমন কি উপর্য্যুপরি অগ্নিদাহ হইয়া গ্রামে বৃক্ষ ও দুর্ব্বাঘাস পর্য্যন্ত নাই; যেমন মরুভূমির মত ধিকি ধিকি উঁকি মারিতেছে। আছে কেবল সেই পুরাতন শিবমন্দির, তাহাও সংস্কারহীন অবস্থায় নানাবিধ বৃক্ষাদি মস্তকে করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এদিকে পাঠক আমাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত শ্রীমদ্ পুরুষোত্তমানন্দ তীর্থ দণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীজগন্নাথ জীকে দর্শন করতঃ, 'প্রায় তিন বৎসর পরে পুনরায় ঐ মৌরেশ্বর গ্রামে, বাজ বসন্তর

রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিষ্য, গুরুদেব আসিয়াছেন শুনিয়া পরমানন্দে তাঁর অভ্যর্থনা করিয়া বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। সপরিবারে তাঁর শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। তাঁর প্রসাদে যে সমস্ত বিভূতি লাভ হইয়াছে, করজোড়ে শ্রীগুরুদেবের নিকট বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন। তারপর স্বামীজী কিছুদিন তথায় থাকিয়া কাশী গমনের ইচ্ছাপ্রকাশ করায়, রাজা রানীও তৎসঙ্গে কাশী দর্শন করিবার জন্য লোকজন সমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে অগ্রে করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। যথাসময়ে স্বশিষ্যে অত্র অবিমুক্ত ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীগুরুর মঠে অবস্থান পূর্ব্বক পার্শ্বে জমি খরিদ করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করতঃ শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা ও শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া দেবত্র করতঃ শ্রীগুরুকে সেবাইত নিযুক্ত করিয়া স্বভবনে গমন করিলেন।*

ইহারি সময়ে মলুটীর রাজারা শিষ্য হন, এবং অদ্যাপি ঐ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক মঠের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। বহুকাল যাবৎ এই গদী ভোগ করিয়া শরীর অবসন্ন হইবার পূর্ব্বে, সদাশিবানন্দ তীর্থস্বামীকে প্রধান চেলা করতঃ, মঠের সমস্ত ভার দিয়া

---

*(যাহা পরবর্তীকালে মহান্ত বিশ্বেশ্বরানন্দ তীর্থ দণ্ডীস্বামী উম্মত্তাবস্থায় পরেশ কবিরাজকে সিকিমূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টকে দেবত্র বলিয়া বিনা রশুনে জজ্ সাহেবের নিকট হইতে উইল প্রবেট লন। এইরূপে দেবত্তর সম্পত্তি কিছুদিন স্বীয় দখল রাখিলে পর, দুষ্ট দালালগণের প্রলোভনে পড়িয়া সামান্য মূল্যে এই অন্নপূর্ণা ও যোগমায়ার মঠ পরেশ কবিরাজকে বিক্রয় করেন এবং মোসাহেবদের ও খরিদদারের পরামর্শে অন্নপূর্ণার ও যোগেশ্বরীর মূর্ত্তি ও তাঁহাদের পিতলের সিংহাসন পীঠচ্যুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। তাহার পর পরেশকে দেওয়া হয়। পাঠক ইহাতে বুঝুন যে হিন্দু ধর্ম্মের কত অবনতি হইয়াছে। সংসারে কত ধর্ম্মদ্বেষী বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে। দেখুন প্রথম, দেবত্র; দ্বিতীয়, সন্ন্যাসীর জিম্মায়; তৃতীয়, গবর্ণমেন্টকে প্রতারণাপূর্ব্বক বিনা রশুনে উইল প্রবেট লওয়া; চতুর্থ, বাঙ্গালীর একটি প্রাচীন কীর্ত্তি নষ্ট করা; পঞ্চম, হিন্দুর প্রাণ সেই মহামায়া জগদম্বার মূর্ত্তি স্থানচ্যুত করিয়া পাব্লিক বাজারে বিক্রয় করা। হা ভগবান। এখনও কালাপাহাড় আছে, নচেৎ এইরূপ কার্য্যে কোন্ হিন্দুর সাহস হয়? যেখানে অসংখ্য সাধু দণ্ডী বহুকাল যাবৎ অনন্য ভক্তি দ্বারায় তপশ্চারণ করিতেন, সেই বাড়ী বিক্রয় হইলে পর পরেশ কবিরাজ কিনা অবিদ্যা লইয়া সেই বাটীতে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু বেশীদিন নয় মহারাজ কালভৈরবের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে পরেশ অচিরাৎ যম সদনে গমন করিলেন। শুধু যমের বাড়ী গেলেন না, মরিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই শরীরে যে ভোগ ভুগিলেন, তাহা সামান্য লেখনীতে আর কি লিখিব, যাহারা চাক্ষুষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে ভৈরব যন্ত্রণা কি ভয়ানক। এতেও মনুষ্যগণ বিষয় লোভ সম্বরন করিতে পারে না, ধন্য অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া, মা তোমার' মায়া অনির্ব্বচনীয়া; কি উদ্দেশে যে এই রাজগুরু স্বামীর মঠ পূর্ণ প্রতিভায় প্রতিষ্ঠা করিয়া ছিলেন? আবার কি জন্যই বা সেই মঠ ও দেব-দেবীগণ সহিত সমুদ্রের অতল জলে নিক্ষেপ করিলে। জানি না মা তোমার উদ্দেশ্য কি?)

ও সেবাইত নিযুক্ত করিয়া, শ্রাবণ মাসের শুক্ল তৃতীয়ার দিন অসার সংসার সমুদ্র যোগবলে উত্তীর্ণ হইয়া, ঋষিগণের চিরবাঞ্ছিত সেই পরম ধামে গমন করিলেন। যথা সময়ে এই সংবাদ রাজবাটীতে দেওয়া হইল, এবং যথাযথ ভাবে প্রস্তর নির্ম্মিত সিন্ধুকের ভিতর বসাইয়া শিষ্য সেবকের দ্বারা নীত হইয়া, মণিকর্ণিকার গভীর জলে জল সমাধি দেওয়া হইল।* (আহা সব ফুরাইল।) সমাধির ত্রয়োদশ দিনে খুব জাঁকজমকে ভাণ্ডারা হইল, বহু দণ্ডী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ও অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হইল, কেবল (দীয়তাং ভুজ্যতাং) এই শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল, কারণ তখন রাজগুরু স্বামীর মঠ ভারি জমজমাট, ও অর্থাদিতে পরিপূর্ণ ছিল, এবং বহু ধনাঢ্য গৃহী শিষ্যও ছিল, কোন বিষয়ের অভাব বা-ত্রুটি ছিল না। ভাণ্ডারার পর বৈকালে রাজবাটী হইতে রাজপ্রতিনিধি আসিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে শ্রীমান সদাশিবানন্দ তীর্থস্বামীকে সম্মানিত বস্তুর দ্বারা মোহান্ত পদাভিষিক্ত করিয়া গদীতে বসাইয়া গেলেন।

শ্রীসদাশিবানন্দ তীর্থ স্বামী রাজগুরুর গদিতে বসিয়া মহা উগ্রতর তপস্যা করতঃ মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁর কৃত পঞ্চমুণ্ডের আসন অদ্যাপি এই মূল মঠে বর্তমান রহিয়াছে। উক্ত স্বামীজীর প্রভাব এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাঁর যশ গৌরব দেখিয়া বঙ্গদেশীয় রাজা রাজবল্লভ দক্ষিণ-কালিকা দেবী ও রাজবল্লভেশ্বর শিব স্থাপনা পূর্ব্বক বৃহৎ মঠ বাড়ী প্রস্তুত করিয়া, এবং সদাশিবানন্দ তীর্থস্বামীকে গুরুত্বে বরণ করতঃ, ঐ দক্ষিণাকালীর মঠ বাড়ী সহিত গুরুকে দান করিয়া ছিলেন। দেবীজীর নিত্য পূজার খরচ সহ ও গুরুদক্ষিণা বাবৎ নগদ এক লক্ষ টাকা ও এক খণ্ড বহু মূল্যবান হীরা দান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, বাবা! আমার সমস্ত সম্পত্তি মুসলমানেরা রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়াছে; সেইজন্য দেবীর ও আপনার সেবার জন্য ভূসম্পত্তি দিতে পারিলাম না, নগদ যাহা কিছু আছে তাহা দিলাম, যাহাতে বরাবর দেবীর নিত্য পূজা অর্চ্চনাদি হইতে পারে তাহা করিবেন।**

---

* (পুরুষোত্তমা নন্দ তীর্থ স্বামী আরাধনা চন্দ্র শ্রাবণ শুক্ল তৃতীয়ার দিনে ভবতি।)

** (যাহা রাজা রাজবল্লভ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবত্তর সম্পত্তি "দক্ষিণা কালিকা ও রাজা বল্লভেশ্বর শিব সহিত মঠ বাড়ি বহু পরবর্ত্তী মহান্ত "বিশ্বেশ্বরা নন্দ তীর্থ স্বামী পাঁচ শত টাকায়" কালিকানন্দ ব্রহ্মচারীকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ব্রহ্মচারী এই দেবত্ত সম্পত্তি খরিদ করিলে পর, ধড়ফড় করিয়া মাজা ভাঙ্গিয়া কতিপয় দিবস মধ্যে সমন সদনে গমন করিলেন, এইরূপ প্রবাদ। তাঁহাকে আর ভোগ করিতে হইল না, এত সখ করিয়া খরিদ করিল, কিন্তু পোড়া বিধি বাদ সাধিল। নিজের ভোগে আসিল না উপরন্ত কোমর ভাঙ্গিল, দেখ এখন ওকি হয়। সন্ন্যাসীর দ্রব্য গৃহস্থের ভোগ করা কতদূর সম্ভব তাহা কালিকানন্দই চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, হায়রে বিষয় বাসনা, ইহাতেও কি দুর্ম্মতি অসুর বুদ্ধি সম্পন্ন মানবের জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত হয় না, এত লোভ হা ভগবান! তোমার বৈষ্ণবী মায়া বুঝিতে নারিনু।)

এইরূপ বহুকাল যাবৎ সদাশিবানন্দ স্বামী বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত মঠবাড়ীতে বহু দণ্ডী ও বিদ্যার্থীগণের সহিত পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে থাকিলে পর, প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে দুরন্ত জ্বরা আসিয়া শরীরে অধিকার করিল। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, আমার ভবলীলা সম্বরণের শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন তিনি তাঁর চেলাগণের মধ্যে বাসুদেবানন্দ তীর্থ স্বামীকে উপযুক্ত বোধে উক্ত মঠদ্বয় ও দেব দেবী অতিথি অভ্যাগতের সেবার ভার দিয়া সদাশিবানন্দ স্বামী* অনন্ত চতুর্দ্দশীর দিনে ইহধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মধামে গমন করিলেন। তৎপরে তদীয় শিষ্যগণ কর্ত্তৃক বহু সমারোহে তাঁর সমাধি মণিকর্ণিকায় দেওয়া হইল, এবং সমাধির ত্রয়োদশ দিনে খুব ধুমধামে ভাণ্ডারা হইয়া গেল। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে রাজবাড়ী হইতে রাজ প্রতিনিধি দ্বারা বাসুদেবানন্দ তীর্থ স্বামীকে রাজগুরুর গদিতে বসাইয়া মহান্ত পদাভিষিক্ত করিয়া গেলেন।

তৎপরে বাসুদেবানন্দ তীর্থস্বামী গদীতে বসিলে পর কাশীবাসী তাঁর উপর বড়ই আনন্দিত ছিলেন। কারণ বেদান্ত শাস্ত্রে তাঁর অত্যন্ত বুৎপত্তি ছিল। অদ্যপি তাঁর হাতের লেখা বেদান্তের ও উপনিষদের টীকামূল মঠে বর্ত্তমান রহিয়াছে, পাণ্ডিত্যে বাসুদেবানন্দ সাক্ষাৎ বাসুদেব ছিলেন তখনকার সময় বহু উপাধিধারী-পণ্ডিত তাঁর শিষ্য হইয়াছিল, ধারাবাহিক খাতায় শিষ্যগণের নাম অদ্যাপি রহিয়াছে। সন্ন্যাসী মণ্ডলে ইনি আচার্য্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। বহুকাল যাবৎ এইরূপে গদী ভোগ করার পর, হরিহরানন্দ স্বামীকে প্রধান চেলা করিয়া ও ধারাবাহিক নিয়মানুসারে মঠের সমস্ত ভার দিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল চতুর্থী দিবসে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া আনন্দধামে গমন করেন।

তৎপরে সমাধির ত্রয়োদশ দিনে মহাসমারোহে ভাণ্ডারা হইয়া যায়, এবং ধারাবাহিক নিয়মানুসারে মহারাজ কাশী নরেশ আসিয়া শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীকে গদীতে বসাইয়া যান। বিশেষ সম্মানের সহিত গুরুদেবের মর্য্যাদা রক্ষাকরতঃ বহু শিষ্য-সেবক করেন। ইহার আমলে তারাপুর, জয়পুর ও বীরভূমের অনুন্য পাঁচশত শিষ্য হইয়াছিল। **

ফলাহারী পূজা

(এই মহাপুরুষ আর একটি অমানুষিক কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। একদা কতিপয় হিংসুক লোক, মহারাজা কাশী নরেশ উদিৎ নারায়ণ সিংহ বাহাদুরকে, নিত্য যাইয়া

---

* (সদাশিবানন্দ তীর্থস্বামীর আরাধনা ভাদ্রস্য অনন্ত চতুর্দশী দিনে ভবতি)

** (বাসুদেবানন্দ তীর্থস্বামিন আরাধনা জ্যৈষ্ঠ শুক্ল চতুর্থী দিবসে ভবতি।)

বলে যে আপনার গুরুদেব প্রতি অমাবস্যায়* দেবীজীর নিকট পঞ্চ-মকারের দ্বারা উপাসনা করতঃ উক্ত প্রসাদ স্বয়ং ও মঠস্থ সকলেই গ্রহণ করেন। আরও নানা প্রকারে শ্রীমদ্ গুরুদেবের গ্লানি করে। প্রায়ই এই রূপে উক্ত মহাপুরুষের রাজসভার মধ্যে উক্ত বিশ্বনিন্দুকেরা নিন্দা করিয়া থাকে, ইহাতে মহারাজের মন যেন কিছু বিচলিত হইল, এবং রহস্য জানিবার জন্য *কাশীধাম চৌখাম্বা নিবাসি স্বর্গীয় গুরুদাস মিত্র মহাশয়কে একখানি পত্র সহিত ঐ দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন চাটুকারকে চৈত্রমাসের ফলাহারী অমাবস্যায় উক্ত মিত্র বাবুদের বাটীতে প্রেরণ করিলেন। এবং পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, অদ্য রাত্রি ১০টার পর আপনি গণেশ মহল্লায় আমার গুরুদেবের নিকট যাইয়া রাত্রি ভোর পর্য্যন্ত পূজা জপ অর্চ্চনা ইত্যাদি করিবেন, ও তাঁর অদ্য রাত্রের কার্য্যের প্রতি গোপনে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিবেন। পরদিনের রহস্য আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। আমার প্রেরিত লোকটিকে সঙ্গে রাখিবেন। পত্রপাঠ মাত্র গুরুদাস বাবু বন্ধুর মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তখনই তাঁনজাম প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। (ইহা আজ প্রায় একশত বৎসরের কথা তখন গুরুদাস বাবুর সহিত কাশী-নরেশের অভিন্নরূপে ভালবাসা ছিল, এবং বংশপরম্পরায় অদ্যাপিও প্রণয় কতকটা চলিয়া আসিতেছে।) প্রস্তুত হইবার জন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও ক্ষণকাল পরে সাধকের বেশ ধারণ করতঃ বাটীর মধ্যে হইতে বাহিরে আসিলেন, ও উক্ত লোক সঙ্গে করিয়া যানে আরোহন করতঃ মঠে আসিয়া সদর দেউড়ির দোচ্ছাতার নিচে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; যান হইতে অবতরণ করতঃ মঠের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সদর দরজা ভিতর হইতে বন্ধ থাকা হেতু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া অগত্যা বহির্দ্দেশ হইতে কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন, ক্ষণকাল পরে একজন চেলা আসিয়া গবাক্ষ হইতে মুখ বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনারা এত রাত্রে দরজার কড়া নাড়িতেছেন? তখন গুরুদাস বাবু সঙ্গিরা কহিলেন, চৌখাম্বার গুরুদাস বাবু রাজগুরু স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে, আপনি স্বামীজীকে এই বিষয় জ্ঞাপন করুন। চেলা আচ্ছা বলিয়া ভিতরে যাইয়া শ্রীমদ্ গুরু মহারাজের নিকট কহিলেন, বাবা! চৌখাম্বা হইতে গুরুদাস বাবু আসিয়া কতিপয় লোক ও একখানি তাঁনজাম রাস্তার উপর রক্ষা করতঃ আপনার সাক্ষাৎ মানসে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তখন ওই মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করতঃ কহিলেন, বাবা! মাতাজীর ঘরে প্রথম হইতে চতুর্থ তত্ত্ব পর্য্যন্ত যে সমস্ত দ্রব্য ভোগের জন্য মায়ের সন্নিকটে আনা হইয়াছে, তাহার উপর একখানা রক্তবস্ত্র দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া দেও, যেন বাহির হইতে শুদ্ধি কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর না হয়, আজ্ঞা মাত্র কার্য্য সমাধা, অতঃপর গুরু মহারাজের অনুমতি ক্রমে চেলা যাইয়া সদর দরজা খুলিয়া

বিশেষ সমাদরের সহিত গুরুদাস বাবু ও ওই সঙ্গীকে সঙ্গে করিয়া উপরে গুরু মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুদাস বাবু স্বামীজীকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতি পুরঃসর দণ্ডায়মান রহিলেন, তখন স্বামীজী আশীর্ব্বাদ করতঃ বসিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে গুরুদাস বাবু যথাস্থানে উপবেশন করতঃ নতভাবে কহিলেন, বাবা! অদ্য রাত্রি আপনার সহিত এই মঠে মায়ের নিকট জপ করিব, এই বাসনায় এই নিশীথ সময়ে এখানে আগমনের কারণ। স্বামীজী কহিলেন, বেশ বাবা বেশ, বসিয়া রাত্রি ভোর ইচ্ছামত আপন উদ্দেশ্যে সাধন কর, এই কথা বলিয়া স্বামীজী দেবীজীর ঘরে আরাধনার জন্য গমন করিলেন।

তিনি আসনে উপবেশন করিলে পর চেলা কর্ত্তৃক মায়ের ঘরের দরজা বদ্ধ করা হইল, ও সকলকে নিস্তব্ধ ভাবে আপন আপন উদ্দেশ্যে সাধন করিতে বলিয়া তিনিও এক নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করতঃ আপন ইষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। রাত্রি আন্দাজ ১০টার পর হইতে মঠ বাড়ী একেবারে নিস্তব্ধ যেন শান্তি বিতরণ করিতে লাগিল, এইরূপে দশটা হইতে যেন তিনটা পর্য্যন্ত উপাসনা করিলেন। পাঁচ ঘন্টা যেন নিমেষের মধ্যে কাটিয়া গেল, পরে ওই মহাপুরুষ চেলাকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা আরতির বন্দোবস্ত কর, আমি মায়ের ভোগ দিতেছি, এই কহিয়া স্বামীজী মায়ের ভোগ নিবেদন করিতে লাগিলেন, ওদিকে চেলাও শ্রীগুরুর আজ্ঞামতে মায়ের আরতির সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তখন স্বামীজী মায়ের পূজা হোম ভোগ ইত্যাদি দিয়া দেবীর আরত্রিক সমাপন করতঃ যথাযোগ্য স্তুতি পাঠ পূর্ব্বকঃ আপন মনোগত ভাব জননীর নিকট মনে প্রার্থনা পুরঃসর, হোম তিলক দিবার জন্য, দেবীর ঘর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরু শঙ্করাসনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে মঠস্থ সমস্ত সাধক চেলা ও আগন্তুকদিগকে ওই মায়ের প্রসাদি হোম ফোঁটা দিয়া সকলকে অকপট হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করতঃ চেলাকে প্রসাদ বিতরণের আদেশ করিয়া, আপনি পূর্ব্বাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিবিষ্ট মনে অবস্থান করিতে লাগিলেন! চেলাও শ্রীগুরুর আজ্ঞায় দেবীজীর ঘরে গিয়া প্রসাদের উপর হইতে সেই পূর্ব্ব স্থাপিত রক্তবস্ত্র উত্তোলন করতঃ যাহা দেখিলেন, তাহাতে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে বারবার ওই সমস্ত নৈবেদ্যর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এদিকে গুরু মহারাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া চেলাকে ডাকিয়া কহিলেন, বাবা বৃথা কেন সময় অতিবাহিত করিতেছ, সত্বর সাধকগণকে প্রসাদ বিতরণ কর, ও দুইখানি স্বর্ণপাত্রে (কাশীতে মৃৎপাত্রকে স্বর্ণপাত্র কহে) করিয়া গুরুদাস বাবু ও তৎ সঙ্গীকে মায়ের মহাপ্রসাদ দাও। চেলাও তখন ওই সমস্ত প্রসাদ ব্রাহ্মণসাধকগণকে অগ্রে দিয়া গুরু মহারাজের আদেশ মতে দুইখানি স্বর্ণপাত্রে করিয়া গুরুদাস বাবুকে ও তৎ সঙ্গীকে ওই মহাপ্রসাদ দিয়া

ভোজন করিতে বলিলেন। পরে সাতটি পুরুয়া (কাশীতে মাটির ভাঁড়কে পুরুয়া কহে) করিয়া গুরুজির আদেশ মতে ওই সমস্ত যন্ত্র (কৌলেরা-কারণ পূরিত বোতলকে যন্ত্র কহে) হইতে জলীয় প্রসাদ উক্তদ্বয়কে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য গুরুদাস বাবু ও সঙ্গী ওই সমস্ত মহাপ্রসাদ দেখেন, যে মহা অমৃতময় বস্তু হইয়াছে, সপ্ত যন্ত্র হইতে নির্গত বারি, যেন সপ্ত সমুদ্রের মত অমৃত হইয়াছে, ও সেইরূপ ঘ্রাণ বহির্গত হইতেছে। মদ্যস্থলে সপ্ত সমুদ্রের অমৃত, মাংস স্থলে এচোঁড়ের ডালনা মৎসের স্থলে নানাবিধ তরকারী, অন্নের স্থলে হলকষা ফুল, ও মুদ্রারস্থলে বিবিধ প্রকার ঘৃত পক্ক মিষ্টান্ন দ্রব্য দেখিলেন, এবং সঙ্গীকে ইশারা করতঃ ধীরে ধীরে কহিলেন কিহে কি ব্যাপার দেখিতেছে, ওই দেখ স্বামীজীকে সাক্ষাৎ তেজঃপুঞ্জ কলেবরে যেন নারায়ণ অবস্থান করিতেছেন। তুমি এমন মহাপুরুষের উপর অযথা দোষারোপ কর? ছিছি এমন কাজ আর কখনও করিও না, সাধু চেননা, ইনি একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষ, এবং এই গদী হইল বহু প্রাচীন, ইহাতে মহাপুরুষের সমাধি ও পঞ্চমুণ্ডের আসন অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে, ইহা হইল একটি সিদ্ধাশ্রম, এখানে কত মহাপুরুষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁর ইয়ত্তা নাই; আর আপনি ভাল্ করিয়া না জানিয়া গৃহস্থ হইয়া একজন সাধুর রাজসভায় ও অন্যান্য স্থানে গ্লানি করা ভাল হয় নাই? কৃত অপরাধের জন্য আপনি অতিশয় মনস্তাপ ভোগ করিবেন। গুরুদাস বাবু এইরূপে ওই সঙ্গীকে কহিলে পর, সঙ্গী অতিশয় লজ্জিত হইয়া অধোবদনে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করতঃ ওই মহাপুরুষের পদতলে পতিত হইয়া কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, পরে স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করতঃ কহিলেন, বাবা আমার কাহারও উপর ক্রোধ বা দ্বেষ ভাব নাই বৃথা তোমার অধিক বলা, কারণ "তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌণী সন্তুষ্টো যেন কেন চিৎ" আমি হলেম সাধু, আমি আবার কাহার উপর রাগ বা দ্বেষ করিব, ইহা হইল গৃহস্থের কার্য্য, তোমার কোন ক্ষোভের কারণ নাই। সাধু মহাত্মার এবং বিধ সান্ত্বনা বাক্যে ওই নাস্তিক চাটুকার যেন আশ্বস্ত হইল, তখন গুরুদাস বাবু ওইরূপ অত্যাশ্চর্য্য বিভূতি দর্শন করিয়া মহামায়ার প্রসাদ গ্রহণ করতঃ ভক্তিভাবে তাহা আহার করিলেন। পরে স্বামীজী মহারাজের নিকট অবনতমস্তকে ও করজোড়ে এই প্রার্থনা করিলেন, যে বাবা অদ্যকার তারিখে যে অমাবস্যা, এই অমাবস্যার আগত বৎসর হইতে যতদিন আমার বংশ বর্তমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত অদ্যকার ষোড়শোপচারের পূজা আমার বাটী হইতে আসিবে। সেই সব দ্রব্য দ্বারায় দেবীজীর পূজা হইবে। এই আমার প্রার্থনা, স্বামীজী তথাস্তু কহিয়া আনন্দ সহকারে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। আহা স্বামীজীর কি অমীয় ভাব, গুরুদাস বাবু সে ভাব চাক্ষুষ দেখিয়া মনে মনে কৃতার্থ হইয়া স্বামীজীকে প্রণতি পুরঃসর সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। এদিকেও

প্রভাত হইল, সেই হইতে এই মঠে গুরুদাস বাবু কর্ত্তৃক চৈত্রমাসের দিন অত্র ফলাহারী অমাবস্যা পূজার সৃষ্টি। পূর্ব্ব হইতে নিয়মিত ভাবে ওই ফলাহারী পূজা চৌখাম্বার মিত্র বংশ পরম্পরায় অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে।

আমার আমলে গত বৎসর ধ্রুব (লাল বাবু) ও লক্ষণ (সুধীর বাবু) ওই পূজার দ্রব্যাদির সঙ্গে আসিয়া যথা সময়ে পুরোহিতের দ্বারায় মায়ের পূজাদি সমাপন করতঃ গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই বৎসরও গৌরীপদ মিত্র মহাশয় পুরোহিত সঙ্গে ও পূজার দ্রব্যাদির সহিত আসিয়া মায়ের পূজা সমাপন করিয়া যান। আমি এই ফলাহারী পূজার কথা শ্রীমৎ গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উপরোক্ত রূপ ঘটনাবলি আমায় উপদেশ করেন। আমিও শ্রীগুরুর নিকট যেমন শুনিয়াছিলাম, সাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করিলাম।

এইরূপে কিছুকাল পরে মাঘ মাসের ভীষ্মাষ্টমী দিনে হঠাৎ তাঁর সমাধি হয়। এই সংবাদ যথা সময়ে রাজবাটীতে দেওয়া হয়। রাজার লোক আসিয়া ও অন্যান্য শিষ্যের দ্বারায় মনিকর্ণিকায় তাঁর জল সমাধি দেওয়া হয়, এবং ভাণ্ডারার দিন মহারাজা নিজে আসিয়া সমস্ত শিষ্যগণের মধ্যে * সত্যানন্দ তীর্থ দণ্ডী স্বামীকে বিশেষ উপযুক্ত দেখিয়া রাজগুরু স্বামীর গদীতে মহান্ত পদাভিষিক্ত করিয়া যান। ইনিও সাধারণের উপদেশ মতে সমস্ত বজায় রাখিয়া যান, এবং ব্রহ্মানন্দ তীর্থস্বামীকে প্রধান্ চেলা করিয়া অত্র মঠের সমস্ত ভার দিয়া শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে তাঁর সমাধি হয়। সমাধির ত্রয়োদশ দিনে তাঁর ভাণ্ডারা হইলে পর রাজবাটী হইতে ধারাবাহিক নিয়মানুসারে রাজ প্রতিনিধি আসিয়া শ্রীমদ্ ** ব্রহ্মানন্দ তীর্থস্বামীকে গদীতে বসাইয়া যান। ইনি একজন স্বরোদয় শাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন। বায়ুর ক্রিয়ায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন। গুরুমুখে শুনিয়াছি তাঁর আসন সাড়ে তিন হাত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিত। তৎকালীন হইতে ওই মহাপুরুষের সমকক্ষ লোক এ পর্য্যন্ত এই কাশীক্ষেত্রে হয় নাই। ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন। এইরূপে বহুকাল যাবৎ গদী ভোগ করেন। রাঘবানন্দ তীর্থস্বামীকে চেলা করিয়া ও মঠের সেবাইত নিযুক্ত করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর দিনে ইহ সংসার পরিত্যাগ করতঃ দেবযানে গমন করেন। প্রবাদ আছে যে, এই মহাপুরুষ একদিন মূল মঠের সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া পঞ্চমুণ্ডের উপর আসন স্থাপনা পূর্ব্বক নবদ্বার রোধ করতঃ যোগাসনে বসিয়া ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। পরদিন বেলা প্রায় আটটার সময় তাঁর চেলা ও অন্যান্য সাধুরা মিলিয়া বহু ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

---

* (সত্যানন্দ তীর্থ স্বামী নারাধনা শ্রাবণ শুক্ল পঞ্চমী দিবসে ভবতি)

** (ব্রহ্মানন্দ তীর্থস্বামীর আরাধানা জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবতি।)

কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না পাইয়া শেষে দরজা ভাঙ্গিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর যোগের ঘরের জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করতঃ যাহা দেখিলেন, তাহা কলিযুগে আর কেহ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি যোগাসনে নবদ্বার রোধ করতঃ হর্ষোৎফুল্ল বদনে বসিয়া আছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কাশী-নরেশের নিকট লোক পাঠাইলেন, এবং এই সংবাদ কাশী-নরেশের নিকট লোক পাঠাইলেন, এই সংবাদ কাশীময় রাষ্ট্র হইল। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবার জন্য শত শত কাশীবাসী আগমন করিলেন, ও গন্ধ পুষ্পের দ্বারায় মৃতদেহ পূজা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কাশী-নরেশ মহারাজা ঈশ্বরী প্রসাদ সিংহ আসিয়া পঁহুছিলেন। গুরুদেবের এবম্বিধ অবস্থা দর্শন করিয়া অতীব আনন্দ সহকারে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরে তাঁর সমাধির বন্দোবস্ত করিয়া মণিকর্ণিকায় পাঠাইয়া দিয়া স্ব-স্থানে গমন করিলেন। সমাধির ত্রয়োদশ দিনে অতি সমারোহের সহিত ভাণ্ডারা হইল। পরে ধারাবাহিক নিয়মানুসারে রাজ প্রতিনিধি আসিয়া রাঘবেন্দ্র তীর্থদণ্ডী স্বামীকে গদীতে বসাইয়া গেলেন।

এইরূপে যোগীবর ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সমাধির পর * রাঘবানন্দ স্বামী বহুকাল যাবৎ গদী ভোগ করেন। ইঁহার আমলে বিশেষ কিছু দেখিতে পাই না। তবে ইনি বিশেষ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। এবং সমস্ত বজায় রাখিয়া যান। আর শিবালয় ঘাটের নিকট একখানি বাড়ী মৌরুশী লইয়া ভোগ দখলে রাখিয়াছিলেন। শিবানন্দ তীর্থস্বামীকে চেলা করিয়া চৈত্রমাসের অশোকাষ্টমীর দিন মানবলীলা সম্বরণ করেন।

স্বামীজির সমাধির ত্রয়োদশ দিনে ভাণ্ডারা হইবার পর রাজবাটী হইতে রাজপ্রতিনিধি আসিয়া যথা সময়ে ও ধারাবাহিক নিয়মানুসারে ** শিবানন্দ তীর্থ স্বামীকে গদীতে বসাইয়া যান। ইনিই মঠে বৈদিকাচার পরিত্যাগ করতঃ গুপ্ত কৌলাচার প্রকাশ করিলে পর, মঠের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। ইনি ছিলেন চির দরিদ্রের ছেলে, অতুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া শেষে বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়াশক্ত হওত শক্তি গ্রহণ করেন। আর সেই অবিদ্যার প্রভাবে মঠ যেন টলমল করিতে থাকে। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর ওই অবিদ্যার কথা মতে শিবালয় ঘাটের বাটীখানি বিক্রয় করিয়া দেন। ওই শক্তির কথামত ওই অবিদ্যার ভ্রাতস্পুত্রকে চেলা করিয়া তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া দেন। সে ছেলে তখন একেবারে বালক, মাত্র ৯-১০ বৎসর বয়ক্রম, তাহাকে এই বিশাল কার্য্যের ভার দেওয়া নিতান্ত অল্পবুদ্ধির কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু কি করেন, শিবানন্দ এবারে স্ত্রৈণ ছিলেন। তাঁর ব্যবহারে অন্য লোক তাঁর নিকট

* (রাঘবানন্দ তীর্থস্বামীর আরাধনা চৈত্রস্য অশোকাষ্টমী দিনে ভবতি।)

** (শিবানন্দ তীর্থস্বামীর আরাধনা কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টম্যাতিস্তথৌ ভবতি।)

চেলা হইতে স্বীকৃত হয় নাই। কাজেই ওই বালকের উপর সমস্ত ভার দিতে বাধ্য হন। এইরূপে কিছুদিন গত হইবার পর, তিনি হাঁপানি ও কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া কালভৈরবের শাসনাধীনে থাকিয়া অসহ্য ভৈরব যন্ত্রণা ভোগ করতঃ কার্ত্তিক মাসের ২১শে তারিখে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে ভবলীলা সম্বরণ করেন। যথা সময়ে রাজবাটীতে সংবাদ দিয়া ত্বদীয় চেলা বিশ্বেশ্বরানন্দ তীর্থ স্বামী তাঁর সমাধি দিয়া আসেন। সমাধির ত্রয়োদশ দিনে রাজ প্রতিনিধি আসিয়া ওই ধারাবাহিক নিয়মানুসারে ওই বালক দণ্ডীকে রাজগুরুর গদীতে বসাইয়া যান।

উক্ত বালক দণ্ডী হইতে এই রাজগুরু স্বামীর মঠ একেবারে সমূলে বিনশ্যতি হইয়াছে। ইহার পরিচয় কাশীবাসী সকলেই জানেন। আমি কতকবিষয় কেবল আভাস দিয়া যাইব মাত্র। বালক সন্ন্যাসী শ্রীশঙ্কর গদীতে বসিয়া প্রথমতঃ বেশ ছিলেন। পরে কাশীর কতিপয় দুষ্ট লোক আসিয়া তাঁর সঙ্গ করিতে লাগিল। তাহাতেই তাঁর চরিত্রে দোষ ঘটিল, এবং যৌবনের দুরাধর্ষ বেগ, ওদিকে অসৎ সঙ্গরূপ পাপিষ্ঠের কুটিল ঢেউ আসিয়া ওই বেগের পৃষ্ঠে যোগ দিল। সাধুর মনের বাঁধ ভাঙ্গিল, ও অসৎরূপে পাপ সঙ্গে মিশিয়া লীলা করিতে লাগিল। ক্রমে নগদ শূন্য হইল, পরে সুবর্ণের দ্রব্য, তাহাতেও সংকুলান হয় নাই। পাঁচখানি বাটীর দেবীজীর ও দেবগণের সোনা-রূপার গহনা, এবং মার খড়্গ ও মুণ্ডমালা সহিত, ইহাতেও পাপের শান্তি হয় নাই। তারপর পাঁচাখানা বাটীর পিতল-কাঁসা, ইহাতেও দুষ্টলোকের অভিসন্ধি পূরণ হয় নাই, পরে দেবতাগণকে বাটী হইতে উঠাইয়া বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রয় করতঃ পরে সেই সব দেবত্র বাটী বিক্রয় করা হইয়াছে।

(আর কত লিখিব, আজ ভারতবর্ষের মধ্যে অমূল্য বস্তু শাস্ত্রীয় পুস্তক বা পুঁথি রাজগুরু স্বামীরা ৭৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া এই মূলমঠে সমাধির পর পর রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাও ভূতপুর্ব্ব মহান্ত ওই সমস্ত শাস্ত্রীয় গ্রন্থ অ্যানি বেসান্তকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছিলেন। এক হাজার একশত বিয়াল্লিশ বৎসর যাবৎ ওই সকল পুঁথি সংগ্রহ করিয়া মহাপুরুষেরা এই মূল মঠে রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ ওই সমস্ত পুস্তক হস্তান্তরিত হইয়া মঠের একেবারে পতন হইয়াছে, কারণ যে তন্ত্র ও বেদশাস্ত্রের জন্য শ্রীরাজগুরু স্বামীর মঠ প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা আজ কি দুর্দ্দশায় পরিনত হইল। (পাঠকগণ ইহার কি কোন প্রতীকার নাই, কি ভীষণ শোচনীয় ব্যাপার)

যখন ইহাতেও ভূতপূর্ব মহান্তর মনে শান্তি হইল না, তখন নিজ আসন মূল মঠ পর্য্যন্ত গত ১৩১৫ সালে পৌষ মাসের ৭ই তারিখে শতকরা এক টাকা সুদে ১২৫০ বা বারোশত পঞ্চাশ টাকা লইয়া এই মূল মঠ বন্ধক দিয়া ১৩১৫ সালের ২৪শে ফাল্গুন উত্তরায়ণ কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদ তিথির উত্তর ফাল্গুণি নক্ষত্রে তমস্বাশ রোগে

কালভৈরবের শাসনাধীনে থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতঃ ইহলীলা সম্বরণ করেন। * তৎপরে ত্বদীয় শিষ্য কর্ত্তৃক যথাসময় তাঁর সমাধি মনিকর্ণিকায় দেওয়া হয়। যেরূপ ধারাবাহিক নিয়ম আছে। সন্ন্যাসীর দেহ পোড়াইতে নাই, ইহার প্রমাণ যথা —

সন্ন্যাসিনাং মৃতংকায়ং দহয়েন্ন কদাচন।
সংপূজ্য গন্ধপুষ্পাদৌ র্লিখনে দ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ।।

ইতি মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৮।২৮৩।

পরে সুন্দর একটি প্রস্তরের বাক্সে তাঁহাকে বসাইয়া বেদ পাঠ করতঃ মণিকর্ণিকার অতল জলে সমাধি দেওয়া হইল, আহা সব লীলা ফুরাইল।

তৎপরে ধারাবাহিক নিয়মানুসারে ভাণ্ডারার দিন মহারাজা কাশী-নরেশ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের অনুমত্যানুসারে তৎপ্রতিনিধি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীদত্ত শর্ম্মা আসিয়া ১৩১৫ সালের ১১ই চৈত্র বুধবার তৃতীয়া তিথি অশ্বনী নক্ষত্রে বেলা ২।৮ হইতে ৩।৪৩ মিনিটের মধ্যে মাহেন্দ্র যোগে শ্রী ব্রহ্মানন্দ তীর্থ স্বামীকে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসনে রাজগুরু মহান্ত পদাভিষিক্ত করিয়া যান। শরীর রক্ষার জন্য মাসিক ৪০ টাকা করিয়া যোগাক্ষেম বহনের ভার মহারাজা স্বয়ং গ্রহণ করতঃ, প্রতি মাসে মাসে ত্বদীয় কর্ম্মচারীর দ্বারায় উক্ত মাসহারা মূল মঠে প্রেরণ পূর্ব্বকঃ মঠাধিপতির নিকট হইতে রসিদ লইয়া যাইবার বন্দোবস্ত করেন। ওই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। ব্যবস্থা কিছু মন্দ হয় নাই, কারণ ইহা কাশী-নরেশের ন্যায় মহান বিভূতিশালী বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির সাত্তিক বুদ্ধিরই পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু একে আমি নূতন লোক, তায় আবার ঋণগ্রস্থ গদী, হইল ভাল, সোনায় সোহাগার মিল, (হর, হর)। ১৩/১৪ বৎসর বয়স হইতে বর্তমান ৪৯ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করতঃ নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া দিন অতিবাহিত করিতে ছিলাম, পরে বৈরাগ্য বশতঃ রাজগুরু স্বামীর মঠেতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। কারণ আমার বিষয় বুদ্ধি একেবারে নাই, কি করিয়া এই বিষম রেহান দায় হইতে শ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্যের ওই প্রাচীন গদীকে রক্ষা করিব, এই চিন্তায় মন সর্ব্বদাই জর্জরিত। চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া, বেশ হইল ভাল, (হর, হর)। কোথায় মহারাজ কাশী-নরেশ আমাকে শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্যের আসনে পরমানন্দে বসাইয়া গেলেন। কিন্তু আমার ভাগ্য গুণে সুদ ও আসল রূপ ঋণের করাল বদন ব্যাদনে মঠের মহান্ত হইয়া যেন রাহুগ্রস্থ দিবাকরের ন্যায় দিন যাপন করিতেছি। মহারাজ কাশী নরেশ কি এই বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিবেন ? ধন্য কাল মাহাত্ম্য। নচেৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আসনের

* (বাণ চন্দ্রাগ্নি শশি মানে বঙ্গাব্দে উত্তরায়ণে ফাল্গুনস্য কৃষ্ণপ্রতিপাদতিথৌ চতুর্বিংশতি দিবসে সোমবাসরে ভবত্যারাধনা)

উপর পঞ্চদশ বর্ষীয় একটি বালককে মহান্ত করিয়া মঠের যে কি সর্বনাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সামান্য লেখনিতে কি লিখিব। কাশীবাসী ভূতপূর্ব্ব মহান্তর বিবরণ সমস্তই অবগত আছেন। প্রায় লক্ষাধিক অর্থ, অনর্থক অসৎ কর্ম্মে নষ্ট করিয়া, মূল মঠাসন পর্য্যন্ত রেহান দিয়া ইহলোক হইতে অপসারিত হইয়াছেন। যত ঝঞ্ঝাট পরবর্ত্তী মহান্তের উপর পড়িল? মাত্র দশ বৎসর কাল যাবৎ শ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্যের গদীতে উপবেশন করতঃ একেবারে দেবত্র সম্পত্তিগুলিকে ছারেখারে দিয়া গিয়াছেন। ইহাতেই বোঝা যায় গরীবের ছেলে অর্থাদি পাইলে তার সৎ ব্যবহার করিতে পারে না, ইনিই তার চূড়ান্ত প্রমাণ, এই মঠে (৫০) পঞ্চাশ জন দণ্ডী নিত্য ভোজন পাইত, ও থাকিবার স্থান এই পাঁচখানি মঠে ছিল। ভূতপূর্ব্ব মহান্ত তাঁহাদের বাটী হইতে উঠাইয়া দিলেন, ও আহারাদি বন্ধ করিয়া দিলেন, তারপর দেবত্র সম্পত্তি বাড়ী চারিখানি ক্রমে বিক্রয় করিয়া ওই অর্থের দ্বারা দুষ্ট পাপমতিদের পরামর্শে অযথা কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ইহাতেই এই মঠের পতনের কারণ হইল, পতনোম্মুখ মূল মঠ পুনঃ উদ্ধার কল্পে সাধারনের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ভক্তগণ শ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্যের মর্যাদার সহিত যাহাতে তাঁর আসল সম্পত্তি মূল মঠরক্ষা হয়, সকলে তার জন্য বিশেষ দৃষ্টি করুন এই আমার প্রার্থনা। কারণ মহাজনগণ বলেন যে একাকী কোন কার্য্য উদ্ধার করা যায় না, তাহাতে আবার আমি সন্ন্যাসী বিষয় বুদ্ধি মোটেই নাই। ইহাতে সাধারণের দৃষ্টি প্রার্থনীয়।

অল্পানামপি বস্তুনাং সংহতিঃ কার্য্য সাধিকা।
তৃণৈর্গুণত্ব মাপন্নৈ র্বধ্যন্তে মত্ত দন্তিনঃ।।

সামান্য বস্তুর দ্বারাও মহৎ কার্য্য সাধন হইতে পারে যদি বহু পরিমাণে একত্রিত হয়। যেহেতু একগাছি তৃণে কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, যদি কতিপয় তৃণ একত্রিত করিয়া একগাছি দড়ি তৈয়ার করা হয়, তাহা হইলে তদ্বারা মদমত্ত দুরন্ত বারণকেও অনায়াসে বদ্ধ করিতে পারা যায়। তাই বলি ভক্তগণ। বঙ্গদেশে বাঙ্গালি প্রায় আট কোটি বর্তমান থাকিতে বাঙ্গালির মুখোজ্জ্বল কীর্ত্তি গুরু মহারাজের গদী নিলামে বিক্রয় হইবে। এত বড়ই দুঃখের বিষয়। মাত্র ১৩২৫/- টাকা মায় সুদ ঋণে শ্রীশ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্যের আসন ও পূজ্যপাদ পুরুষোত্তমানন্দ তীর্থ স্বামীর সমাধি সহিত শিবলিঙ্গ ও শ্রীশ্রীভবানী দেবী ভদ্রকালী মূর্ত্তি যাহা শঙ্করাচার্য্য স্বহস্তে সেই বট বৃক্ষমূলে স্থাপনা করিয়াছিলেন, কালে তাহা কুটীর হইতে উত্তোলন করতঃ মঠে প্রতিষ্ঠা করিলে পর, বহুকাল পরে লোভীর হস্তে পড়িয়া মার আমার আজ এই দশা হইয়াছে।

এখন মায়ের সন্তানগণ যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়া এই মূল মঠ রক্ষা করতঃ মায়ের সন্তানের কার্য্য করুণ। ভক্তগণই সাধুর আশা ভরসা, যাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তি

নষ্ট না হয়, সেই আমার সাধারণের নিকট অনুনয়। কাশীক্ষেত্রে দান করিলে কিছু অপাত্রে পড়িবে না, আর এই ঘোর কলি যুগে দানভিন্ন লোকের উপায়ও নাই, তায় আবার এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র।

১। নশ্রুতং ন তপো নেজ্যা ন জপো ন সুরার্চ্চনং।
দানমেব কলৌ মুক্তৌ কাশীদানৈ রবাপ্যতে।। ১ ।।

কলৌযুগে মুক্তৌ, শ্রুতং বেদাধ্যয়নাদি কারণং ন ভবতি, ন তপো, ন ইজ্যা (যজ্ঞঃ) ন জপঃ, ন সুরার্চ্চনং, নৈতানি সাধনানি ভবন্তি। দানং এর নিশ্চিতং মুক্তৌ কারণং, বিশেষতঃ কাশীদানৈঃ (কাশীক্ষেত্রে দানাদিভিঃ পূণ্য সম্ভ বৈঃ। সাধনৈ মুক্তিরবাপ্যতে লভ্যতে মনুষ্যৈ ইত্যর্থঃ)

বেদাধ্যয়ন, তপস্যাচরণ, বৈদিক এবং তান্ত্রিক মন্ত্রাদি জপ, দেবার্চ্চন প্রভৃতি মুক্তিদান করিতে কোন কালে ও সমর্থ হয় না (অর্থাৎ বেদাধ্যয়নাদি ধর্ম্ম দ্বারা কদাচ মুক্তিলাভ হয় না। কেবল দান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। বিশেষত কাশীধামে অর্থদানাদি দ্বারা অচিরেই মুক্তি পাওয়া যায়।

২। কলৌ বিশ্বেশ্বরো দেবঃ কলৌ বারাণসী পুরী।
কলৌ ভাগীরথী গঙ্গা কলৌ দানং বিশিষ্যতে।। ২ ।।

কলৌযুগে দেবো বিশ্বেশ্বরো বিশিষ্যতে, কলৌযুগে বারাণসী পুরী বিশিষাতে। কলৌযুগে ভাগীরথী গঙ্গা বিশিষ্যতে। কলৌদানং বিশিষ্যতে।

এই কলিযুগে দেবগণের মধ্যে শ্রীবিশ্বেশ্বর প্রধান। সমস্ত তীর্থ নগরীর মধ্যে বারাণসী নগরী প্রধান। সমুদায় নদীদিগের মধ্যে ভাগীরথী গঙ্গা প্রধান। এই কলিকালে একমাত্র দানই শ্রেষ্ঠ।

৩। গঙ্গোত্তর বহা কাশ্যাং লিঙ্গং বিশ্বেশ্বরং মম।
উভে বিমুক্তিদেপুংসাং প্রাপ্তেদান বলাৎকলৌ।। ৩ ।।

— ইতি কাশীখণ্ড।

মম কাশ্যাং গঙ্গোত্তরবহা গঙ্গা, বিশ্বেশ্বরং লিঙ্গং ইতি শুভে বিমুক্তিদে ভবতঃ। কলৌযুগে প্রাপ্তে (সমাগতে) দান বলৎ। পুংসাং মুক্তি র্জায়তে।

আমরা কাশীক্ষেত্রে উত্তরবাহিনী গঙ্গা এবং বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ এই দুইটি বস্তু মুক্তিদান করিয়া থাকেন। কলিকাল উপস্থিত হইলে এই ক্ষেত্রে মনুষ্যগণ দানাদি প্রভাবে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।। ৩ ।।

— ইতি কাশীখণ্ড।

পাঠকগণ অধিক আর কি লিখিব, মঠে ইতিবৃত্ত সহিত সমস্ত ঘটনা লিখিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিলাম। এখন পাঠ করিয়া সদসদ বিবেচনা করতঃ যাহাতে প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা হয় তাহা করিবেন। অলমিতি বিস্তরেণ —

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃনুয়াম দেবাঃ
ভদ্রং পশ্যেমাহক্ষভি যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংসস্তনুভি র্বশ্যেম দেবহিতং যদায়ুং।
ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়, ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়, তস্মৈ ন-কারায় নমঃ শিবায়।। ১

মন্দাকিনীসলিলচন্দনচর্চিতায়, নন্দীশ্বরপ্রমথনাথমহেশ্বরায়।
মন্দারপুষ্পবহুপুষ্পসুপূজিতায়, তস্মৈ ম-কারায় নমঃ শিবায়।। ২

শিবায় গৌরীবদনাব্জবাল-সূর্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়।
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তস্মৈ শি-কারায় নমঃ শিবায়।। ৩

বশিষ্ঠকুম্ভোদ্ভবগৌতমার্য-মুনীন্দ্রদেবার্চিতশেখরায়।
চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায়, তস্মৈ ব-কারায় নমঃ শিবায়।। ৪

যজ্ঞস্বরূপায় জটাধারায়, পিনাকহস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়, তস্মৈ য়-কারায় নমঃ শিবায়।। ৫

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে।। ৬

নাগ-ইন্দ্র-হারায় (সর্পরাজ যাঁহার মালা), ত্রি-লোচনায় (ত্রিনয়ন), ভস্ম-অঙ্গ-রাগায় (ভস্ম যাঁহার অঙ্গের প্রসাধন), মহেশ্বরায় (মহেশ্বর), নিত্যায় (নিত্য), শুদ্ধায় (শুদ্ধ) দিক্-অম্বরায় (দিক্‌সমূহ যাঁহার বসন, বস্ত্রশূন্য), তস্মৈ (সেই) ন-কারায় (ন সৈ অক্ষররূপী) শিবায় (শিবকে) নমঃ (নমস্কার)। ১

মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চিতায় (যাঁহার শরীর মন্দাকিনীর জল এবং চন্দন দ্বারা লিপ্ত), নন্দি-ঈশ্বর-প্রমথ-নাথ-মহা-ঈশ্বরায় (যিনি নন্দির প্রভু, প্রমথগণের প্রভু এবং মহেশ্বর), মন্দার-পুষ্প-বহু-পুষ্প-সু-পূজিতায় (মন্দারপুষ্পাদি বহু পুষ্পের দ্বারা উত্তমরূপে পূজিত), তস্মৈ (সেই) ম-কারায় (ম এই অক্ষররূপী) শিবায় নমঃ। ২

(পাঠান্তর — মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালা-বিভূষিতায় প্রমথেশ্বরায়।
ত্রিলোকনাথায় দিগম্বরায়, তস্মৈ ম-কারায় নমঃ শিবায়।।)

শিবায় (মঙ্গলবিধায়ী), গৌরী-বদন-অব্জ-বাল-সূর্যায় (যিনি গৌরীর মুখপদ্মের প্রতি তরুণ সূর্যসদৃশ), দক্ষ-অধ্বর-নাশকায় (যিনি দক্ষযজ্ঞবিনাশক), শ্রী-নীল-কণ্ঠায় (শ্রীযুক্ত এবং নীলকণ্ঠ), বৃষ-ধ্বজায় (বৃষচিহ্নিত ধ্বজাধারী) তস্মৈ শি-কারায় (শি এই অক্ষররূপী) শিবায় নমঃ। ৩

বশিষ্ঠ কুম্ভোদ্ভব গৌতম আর্য-মুনি-ইন্দ্র-দেব-অর্চিত-শেখরায় (বশিষ্ঠ, অগস্ত, গৌতম প্রভৃতি আর্যবংশীয় (অথবা শ্রেষ্ঠ) মুনীন্দ্র এবং দেবগণের দ্বারা পূজিতদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ), চন্দ্র-

অর্ক-বৈশ্বানর-লোচনায় (চন্দ্র, সূর্য এবং অগ্নি যাঁহার ত্রিনয়ন), তস্মৈ ব-কারায় (ব এই অক্ষররূপী) শিবায় নমঃ। ৪

যজ্ঞ-স্বরূপায় (যিনি যজ্ঞের স্বরূপ), জটা-ধারায় (যিনি জটাধারী), পিনাক-হস্তায় (যাঁহার হস্তে পিনাক (ধনু), সনাতনায় (নিত্য), দিব্যায় (অতি মনোহর), দেবায় (যিনি স্বপ্রকাশ), দিক্-অম্বরায় (উলঙ্গ, (তস্মৈ য়-কারায় (য় এই অক্ষররূপী) শিবায় নমঃ।। ৫

যঃ (যে) ইদং (এই) পঞ্চ অক্ষরং (পঞ্চ অক্ষরবিশিষ্ট) পূণ্যং (পবিত্র) (স্তব) শিব-সন্নিধৌ (শিবের সমীপে) পঠেৎ (পাঠ করে) (সে) শিব-লোকম্ (শিবলোক) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হয়), শিবেন সহ (শিবের সহিত), মোদতে (আনন্দ ভোগ করে)। ৬

সর্পরাজ যাঁহার গলার মালা, যিনি ত্রিলোচন, ভস্ম যাঁহার প্রসাধন, যিনি মহেশ্বর, নিত্য, শুদ্ধ ও দিগম্বর, সেই ন-কাররূপী শিবকে নমস্কার। ১

যাঁহার শরীর মন্দাকিনীর জল ও চন্দন দ্বারা লিপ্ত, যিনি নন্দীর প্রভু, প্রমথদিগের ঈশ্বর ও মহেশ্বর এবং যিনি মন্দারপুষ্পাদি বহু পুষ্পদ্বারা সুপূজিত হন, সেই ম-কাররূপী শিবকে নমস্কার। ২

হে শিব, গৌরীর বদনকমলের তরুণ সূর্যস্বরূপ, যিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীমান্ নীলকণ্ঠ এবং বৃষভচিহ্নধারী, সেই শি-কাররূপী শিবকে নমস্কার। ৩

যাঁহারা বশিষ্ঠ, অগস্ত্য ও গৌতম প্রভৃতি আর্যবংশীয় মুনীন্দ্রদিগের দ্বারা ও দেবতাদিগের দ্বারা পূজিত হন, তাঁহাদের মধ্যেও যিনি শ্রেষ্ঠ এবং চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি যাঁহার তিনটি চক্ষু, সেই ব-কাররূপী শিবকে নমস্কার। ৪

যিনি যজ্ঞরূপী, জটাধারী, পিনাকধারী, নিত্যস্বরূপ, দিব্য দেব এবং দিগম্বয় সেই য়-কাররূপী শিবকে নমস্কার। ৫

যে এই পঞ্চাক্ষর পবিত্র স্তব শিবের সমীপে পাঠ করে, সে শিবলোক প্রাপ্ত হয় এবং শিবের সহিত আনন্দ ভোগ করে। ৬

এই মঠে স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তক প্রতিষ্ঠাতা দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি এবং শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন এবং তদবধি পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এতদ্ব্যতীত তারামূর্ত্তি ও ষোড়শীমূর্ত্তি পরবর্ত্তী মোহান্তগণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ও তাঁহাদের ভক্তশিষ্যগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অনেক শিবলিঙ্গও আছেন। এই মঠে দরিদ্রগণের চিকিৎসার নিমিত্ত দাতব্য (হোমিওপ্যাথিক) চিকিৎসালয় প্রকৃষ্টভাবে প্রচলিত হইতেছে এবং বৈকালে নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থের নিত্যই পাঠ হয়। মঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের প্রীতির নিমিত্ত এবং ভক্তগণের সন্তোষবিধানার্থ বাংলা ভাষায় অতিসংক্ষেপে মঠাম্নায় লিখিত হইল। ভগবতী ও ভক্তগণ প্রীত হউন — ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

মঠাধীশগণের আনুক্রমিক অভিষেক কাল —

১। শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ (১ম - ৮২৭ খৃষ্টাব্দ); ২। শ্রীমৎ ঈশ্বরানন্দ (৮৫৬); ৩। শ্রীমৎ মহেশ্বরানন্দ (৮৮৮); ৪। শ্রীমৎ সদানন্দ (৯১৩); ৫। শ্রীমৎ অদ্বৈতানন্দ (৯৪৭) ; ৬। শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ (৯৬৮); ৭। শ্রীমৎ বল্লভানন্দ (৯৯৭); ৮। শ্রীমৎ বিমলানন্দ (১০১৫); ১০। শ্রীমৎ দিব্যানন্দ (১০৫১); ১১। শ্রীমৎ মধুসূদনতীর্থ (১০৭৪); ১২। শ্রীমৎ ধীরানন্দ (১০৯১); ১৩। শ্রীমৎ নারায়ণতীর্থ (১১১৯); ১৪। শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ (২য়) (১১২৮); ১৫। শ্রীমৎ সর্বানন্দ (১১৩৬); ১৬। শ্রীমৎ অম্বিকানন্দ (১১৫০); ১৭। শ্রীমৎ চিদানন্দ (১১৬১); ১৮। শ্রীমৎ সদানন্দ (১১৭৫); ১৯। শ্রীমৎ শিবানন্দ (১২০২); ২০। শ্রীমৎ বাসুদেবানন্দ (১ম) (১২১৭); ২১। শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ (৩য়) (১২২৮); ২২। শ্রীমৎ সত্যদেবানন্দ (১২৪০); ২৩। শ্রীমৎ ধীরানন্দ (১২৫৮); ২৪। শ্রীমৎ রামানন্দ (মলুটির রাজা বসন্ত রায়ের গুরু) (১২৯০) ; ২৫। শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ (৪র্থ) (১৩১৫); ২৬। শ্রীমৎ অনুভবানন্দ (১৩৪৩); ২৭। শ্রীমৎ আত্মানন্দ (১৩৬১); ২৮। শ্রীমৎ শান্ত্যানন্দ (১২৮৬); ২৯। শ্রীমৎ নিত্যানন্দ (১ম) (১৪১২); ৩০। শ্রীমৎ মোহনানন্দ (১৪২৫); ৩১। শ্রীমৎ পরমানন্দ (১৪৩৬); ৩২। শ্রীমৎ ধ্যানানন্দ (১৪৫৮); ৩৩। শ্রীমৎ অভেদানন্দ (১৪৬৫); ৩৪। শ্রীমৎ নিগমানন্দ (১৪৯৪); ৩৫। শ্রীমৎ স্বয়ম্ভুবানন্দ (১৫২৩); ৩৬। শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ (৫ম) (১৫৪৮); ৩৭। শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ (১৫৭৮); ৩৮। শ্রীমৎ শিবধ্যানানন্দ (১৫৯৭); ৩৯। শ্রীমৎ জগদানন্দ (১৬২৪); ৪০। শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ (১৬৪৭); ৪১। শ্রীমৎ সর্বানন্দ (২য়) (১৬৭৬); ৪২। শ্রীমৎ স্বরূপানন্দ (১৭০৬); ৪৩। শ্রীমৎ নিরঞ্জনানন্দ (১৭৩৬); ৪৪। শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ (৬ষ্ঠ) (১৭৫৭); ৪৫। শ্রীমৎ স্বয়ংপ্রকাশানন্দ (কাশীরাজ মহীপনারায়ণ সিংহের গুরু) (১৭৭৫); ৪৬। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ (১৭৮৪); ৪৭। শ্রীমৎ সদাশিবানন্দ (১৭৯৪); ৪৮। শ্রীমৎ বাসুদেবানন্দ (২য়) (১৮০৭); ৪৯। শ্রীমৎ হরিহরানন্দ (১৮১৬); ৫০। শ্রীমৎ সত্যসন্ধানানন্দ (১৮৩৪); ৫১। শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ (১৮৪৪); ৫২। শ্রীমৎ রাঘবানন্দ (১৮৫১); ৫৩। শ্রীমৎ শিবানন্দ (১৮৬৪); ৫৪। শ্রীমৎ বিশ্বেশ্বরানন্দ (২য়) (১৮৮৩) ; ৫৫। শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ (১৯০৮); ৫৬। শ্রীমৎ কালিকানন্দ (১৯১২); ৫৭। শ্রীমৎ সত্যজ্ঞানেশ্বরানন্দ (১৯২৪); ৫৮। শ্রীমৎ পরমাত্মানন্দ (১৯৩৬); ৫৯। শ্রীমৎ নিত্যানন্দ (১৯৪৫); ৬০। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ (১৯৫০); ৬১। শ্রীমৎ আনন্দবোধাশ্রম (১৯৫৯); ৬২। শ্রীমৎ অদ্বৈতবোধাশ্রম (১৯৮৫); ৬৩। শ্রীমৎ সত্যবোধাশ্রম (২০১১); ৬৪। শ্রীমৎ ভাস্কর বোধাশ্রম (২০১৪)।

অমৃত কথা

শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী আনন্দবোধ আশ্রম

পরোপকার তাহার ই করিতে যাওয়া উচিত, যে ব্যক্তি সেই উপকৃতী ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিন্দিত বা অপকৃত হইলে বিচলিত হইবে না। ভুলিও না — ক্লান্ত পথিক, গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া যাইবার সময় গাছের ডাল ভাঙিয়া চলিয়া যায়। ইহাই অধিকাংশ লোকের স্বভাব। তাই বলিয়া গাছ কি তাহার সুশীতল ছায়া হইতে পথিককে কখনও বঞ্চিত করে?

কোন সাধু সন্ন্যাসীকে রূঢ় বা অপশব্দ ব্যবহার করিয়া, অপবিত্র বস্তু শরীরে ছিটাইয়া দিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে কষ্ট দিয়া তাঁহার ধৈর্য্যের বা সাধুতার পরীক্ষা করিতে যাইবে না। তিনিও মানুষ, রক্তমাংসের শরীর তাঁহারও। তাঁহার মনে কষ্ট হইলে, তোমার নিজেরই অনিষ্ট হইবে।

ধর্মের উৎপত্তি সত্যে।
ধর্মের স্থিতি ক্ষমায়।
ধর্মের বৃদ্ধি দয়াও দানে।
ধর্মের বিনাশ ক্রোধে।

সুতরাং সর্বদা ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। সত্য, ক্ষমা, দয়া, দান প্রভৃতি গুণার্জ্জনের চেষ্টা করিবে।

প্রকাশক — শ্যামাপ্রসাদ রায় (শংকর) ও সপ্তর্ষি ঘটক। মুদ্রক — দামোদর ক
ভাটপাড়া (ভট্টপল্লী), উত্তর ২৪ পরগণা।